https://www.prothomalo.com/bangladesh/bn25p686w5

প্রথম আলো

এলপিজি–সংকটে বন্ধ হচ্ছে অটোগ্যাস স্টেশন: মালিক সমিতি

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা

প্রকাশ: ১০ জানুয়ারি ২০২৬, ১৪: ১৩

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভারশন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন *ছবি: প্রথম আলো*

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) চলমান সংকটে ভুগছে গাড়িতে এলপিজি সরবরাহকারী গ্যাসস্টেশনগুলো। তারা বলছে, এক হাজার অটোগ্যাস স্টেশন থেকে গাড়িতে এলপিজি সরবরাহ করা হয়। মাসে তাদের চাহিদা ১৫ হাজার টন। নিয়মিত এলপিজি পাচ্ছে না তারা। এতে অনেক স্টেশনের ব্যবসা বন্ধ হওয়ার পথে।

আজ শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানায় বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভারশন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। ‘এলপিজি–সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে’ শিরোনামে লিখিত বক্তব্য পাঠ করা হয় এতে।

সংগঠনের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সভাপতি মো. সিরাজুল মাওলা। এ সময় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, দেশের চলমান এলপিজি–সংকট এখন আর শুধু একটি ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক সমস্যা নয়। এটি সরাসরি সারা দেশের পরিবহনব্যবস্থা, ভোক্তাস্বার্থ, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বর্তমানে এলপিজি অটোগ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে দেড় লাখের বেশি এলপিজিচালিত যানবাহনের ওপর। গাড়ির মালিক ও চালকেরা জ্বালানি না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস পাচ্ছেন না।

সংগঠনটি বলছে, প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার টন এলপিজি ব্যবহৃত হয় দেশে। এর মধ্যে যানবাহন খাতে মাত্র ১০ শতাংশ এলপিজি অটোগ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি সরবরাহ করা হচ্ছে না। প্রতি মাসে এ সরবরাহ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) কাছে অনুরোধ করে তারা। এ সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী এবং বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গড়ে ওঠা এলপিজি অটোগ্যাসশিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তাঁরা।

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন মালিকেরা চরম ব্যবসায়িক ক্ষতির মুখে রয়েছেন। দীর্ঘদিন স্টেশন বন্ধ থাকায় কর্মচারীদের বেতন, ব্যাংকঋণের কিস্তি এবং দৈনন্দিন পরিচালন ব্যয় বহন করা তাঁদের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। সংকট সমাধানে তাঁরা সরকারের কাছে ছয়টি দাবি তুলে ধরেন। এর মধ্যে আছে অবিলম্বে এলপিজি আমদানি স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ।

https://www.bd-pratidin.com/city-news/2026/01/10/1202730

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

আপডেট: ১৫:১১, শনিবার, ১০ জানুয়ারি, ২০২৬

‘এলপিজি অটোগ্যাসের সংকটে প্রায় সব ফিলিং স্টেশন বন্ধ’

অনলাইন ডেস্ক

অনলাইন ভার্সন

সংগৃহীত ছবি

এলপিজি অটোগ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব ফিলিং স্টেশন কার্যত বন্ধ। অটোগ্যাস না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি প্রকৌশলী সিরাজুল মাওলা।

শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন, দেশে বর্তমানে ১ লাখ ৪০ হাজার টন এলপিজির চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে ১০ শতাংশ অর্থাৎ ১৫ হাজার টন এলপিজি অটোগ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের কাছে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবি জানাই। সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে অটোগ্যাস শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, সারাদেশে প্রায় ১০০০ এলপিজি অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশন রয়েছে। দীর্ঘদিন স্টেশন বন্ধ থাকায় কর্মচারীদের বেতন, ব্যাংক ঋণের কিস্তি ও পরিচালন ব্যয় বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অনেক উদ্যোক্তা দেউলিয়ার দারপ্রান্তে।

অবিলম্বে এলপিজির আমদানি স্বাভাবিক করা, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, চাহিদা অনুযায়ী অটোগ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা, ভবিষ্যৎতে যেন এ রকম সংকট না হয় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলন থেকে।

কয়েক সপ্তাহ ধরে এলপি গ্যাসের বাজারে নজিরবিহীন অরাজকতা বিরাজ করছে। ১২ কেজি এলপি গ্যাসের দাম ১৩০৬ টাকা নির্ধারিত থাকলেও অনেক জায়গায় ১৯০০ টাকা থেকে ২৫০০ টাকায় বিক্রির খবর পাওয়া যাচ্ছে।

সংকটের প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলা হয়, নভেম্বর ২০২৫ মাসে এলপিজির আমদানির পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৫ হাজার মেট্রিক টন। অথচ ডিসেম্বর ২০২৫ মাসে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১ লাখ ২৭ হাজার মেট্রিক টন। অর্থাৎ আমদানি বৃদ্ধি হলেও বাজারে এলপি গ্যাস সরবরাহ কমে যাওয়ার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নাই। এলপিজির পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে; কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

The Daily Star

10 January 2026, 13:58 PM

UPDATED 10 January 2026, 13:58 PM

BUSINESS

By Star Business Report

LPG autogas shortage shuts most stations nationwide, says association

Photo: Collected

An acute shortage of liquefied petroleum gas (LPG) has forced nearly all autogas stations across the country to shut down operations, said Serajul Mawla, president of the Bangladesh CNG Filling Station and Conversion Workshop Owners Association, today.

Autogas is LPG used as a clean-burning and cost-effective fuel for internal combustion engines in vehicles and machinery.

Mawla said the shortage has directly affected thousands of LPG-powered vehicles, leaving owners and drivers in severe distress as they struggle to obtain fuel.

In many cases, vehicle owners roam from one station to another for hours but fail to collect gas, disrupting both vehicle operations and passenger services, he added.

He made the remarks at a press conference held at the Dhaka Reporters Unity in the capital. According to the association, Bangladesh consumes an average of about 140,000 tonnes of LPG per month.

“We strongly urge the Bangladesh Energy Regulatory Commission to ensure an uninterrupted supply of at least 10 per cent of total monthly LPG consumption, or 15,000 tonnes, to autogas stations for use in the transport sector,” Mawla said.

He said that if the autogas industry collapses, nearly 150,000 owners of LPG-powered vehicles will face serious hardship and be forced to remove LPG kits and revert to other fuels.

Mawla also said autogas station owners are already facing severe business losses due to the ongoing crisis.

Md Hasin Parvez, general secretary of the association, said the government has a moral and constitutional responsibility to protect people from the crisis by quickly normalising LPG imports, investigating the causes of the shortage and resolving them.

https://www.kalerkantho.com/online/national/2026/01/10/1631584

কালের কণ্ঠ

ঢাকা, রবিবার ১১ জানুয়ারি ২০২৬
২৭ পৌষ ১৪৩২, ২১ রজব ১৪৪৭

জাতীয়

এলপিজি সংকটে বিপর্যস্ত পরিবহন খাত, নিরসনে ৩ দফা দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

১০ জানুয়ারি, ২০২৬ ১২:০৯শেয়ার

দেশে চলমান এলপিজি অটোগ্যাস সংকটের কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে পরিবহন খাত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানবাহনের চালকরা বিভিন্ন স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস না পাওয়ায় বিঘ্নিত হচ্ছে যাত্রীসেবা। এমন পরিস্থিতিতে এলপিজি সংকট নিরসনে তিন দফা দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলন করে সংগঠনটি।

এ সময় অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মো. সিরাজুল মাওলা বলেন, এলপিজি অটোগ্যাস একটি পরিবেশবান্ধব, সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী জ্বালানি, যা সিএনজি, পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেলের বিকল্প হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে যানবাহনে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সরকারের উৎসাহে দেশের ৬৪ জেলায় প্রায় এক হাজার এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপিত হয়েছে এবং এর ওপর ভিত্তি করে প্রায় দেড় লাখ যানবাহন এলপিজিতে রূপান্তর করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তীব্র এলপিজি সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এতে স্টেশন মালিকদের পাশাপাশি এলপিজিচালিত যানবাহনের মালিক ও চালকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশন ঘুরেও গ্যাস না পাওয়ায় যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। যাত্রীসেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং সাধারণ যাত্রীরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

তিনি আরো জানান, দেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি ব্যবহার হয়, যার মধ্যে পরিবহন খাতে ব্যবহৃত হয় মাত্র ১৫ হাজার মেট্রিক টন বা প্রায় ১০ শতাংশ। অথচ এই সামান্য পরিমাণ এলপিজির সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় পুরো এলপিজি অটোগ্যাস শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে তিনটি প্রধান দাবি উত্থাপন করা হয়, সেগুলো হলো— এলপিজি সরবরাহকারী কম্পানি, অপারেটর ও এলওএবি'র প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, যে কোনো উপায়ে অটোগ্যাসের চাহিদা অনুযায়ী এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

বিইআরসি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষকে এলপিজি আমদানিসংক্রান্ত সব জটিলতা দ্রুত সমাধান করে অপারেটরদের মাধ্যমে অটোগ্যাস খাতে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা।

ভবিষ্যতে যেন এলপিজি সরবরাহে ব্যাঘাত না ঘটে, সেজন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রয়োজনে সরকারি উদ্যোগে বিকল্প উৎস থেকে এলপিজি আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সংবাদ সম্মেলনে সরকারের প্রতি জোরালো আহ্বান জানিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা, পরিবহন ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা, ভোক্তা স্বার্থ এবং পরিবেশ রক্ষায় অবিলম্বে কার্যকর ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। অন্যথায় এলপিজি সংকট নিরসন না হলে এর প্রভাব পুরো অর্থনীতি ও জনজীবনে আরো গভীর সংকট সৃষ্টি করবে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি সাঈদা আক্তার, সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. ইকবাল হোসাইন, যুগ্ম অর্থ সম্পাদক মো. মোকবুল হোসেন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হুমায়ন কবির ভূঁইয়া, মো. মশিউর রহমানসহ অন্য নেতারা।

https://barta24.com/details/economics/306650?fbclid=IwY2xjawPQcbRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFHRXBpbHd1ZkszeWxpYkJHc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHl7-GuuFkWsF8zxe5zYOKVjpz54GZNICH8zYUQFqVkMPWPeOWWf19w_tHFc0_aem_L-FEZ6u1FdhxmFLobUBLLw

Barta24 বার্তা২৪

‘এলপিজি অটোগ্যাসের সংকটে প্রায় সব ফিলিং স্টেশন বন্ধ’

স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, বার্তা২৪.কম, ঢাকা

প্রকাশিত: শনিবার, ১০ জানুয়ারি ২০২৬, ১১:০৬ এএম

আপডেট: শনিবার, ১০ জানুয়ারি ২০২৬, ১১:১২ এএম

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলন

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলন

এলপিজি অটোগ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব ফিলিং স্টেশন কার্যত বন্ধ। অটোগ্যাস না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি প্রকৌশলী মোঃ সিরাজুল মাওলা।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন, দেশে বর্তমানে ১ লাখ ৪০ হাজার টন এলপিজির চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে ১০ শতাংশ অর্থাৎ ১৫ হাজার টন এলপিজি অটোগ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের কাছে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবি জানাই। সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে অটোগ্যাস শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, সারাদেশে প্রায় ১০০০ এলপিজি অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশন রয়েছে। দীর্ঘদিন স্টেশন বন্ধ থাকায় কর্মচারীদের বেতন, ব্যাংক ঋণের কিস্তি ও পরিচালন ব্যয় বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অনেক উদ্যোক্তা দেউলিয়ার দারপ্রান্তে।

অবিলম্বে এলপিজির আমদানি স্বাভাবিক করা, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, চাহিদা অনুযায়ী অটোগ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা, ভবিষ্যৎতে যেন এ রকম সংকট না হয় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলন থেকে।

কয়েক সপ্তাহ ধরে এলপি গ্যাসের বাজারে নজিরবিহীন অরাজকতা বিরাজ করছে। ১২ কেজি এলপি গ্যাসের দাম ১৩০৬ টাকা নির্ধারিত থাকলেও অনেক জায়গায় ১৯০০ টাকা থেকে ২৫০০ টাকায় বিক্রির খবর পাওয়া যাচ্ছে।

সংকটের প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলা হয়, নভেম্বর ২০২৫ মাসে এলপিজির আমদানির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৫ হাজার মেট্রিক টন। অথচ ডিসেম্বর ২০২৫ মাসে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১ লক্ষ ২৭ হাজার মেট্রিক টন। অর্থাৎ আমদানি বৃদ্ধি হলেও বাজারে এলপি গ্যাস সরবরাহ কমে যাওয়ার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নাই। এলপিজির পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে; কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের পর এলপিজি অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (লোয়াব) বিবৃতি প্রদান করে। এলপি গ্যাসের দামে কারসাজির দায় খুচরা বিক্রেতাদের ওপর চাপিয়ে জড়িত বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জোরালো আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি। এর একদিন পরে কমিশন বৃদ্ধিসহ ৬ দফা দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দেয় এলপি গ্যাস ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের ((বিইআরসি) সঙ্গে বৈঠকে কমিশন বৃদ্ধির আশ্বাসে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে। তবে এখনও বাড়তি দামেই বিক্রি হচ্ছে এলপিজি।

https://samakal.com/bangladesh/article/333217/%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%9A%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8

ঢাকা সোমবার, ১২ জানুয়ারি ২০২৬

সমকাল

এলপিজি সংকটে অচল পরিবহন, কার্যত বন্ধ প্রায় হাজার অটোগ্যাস স্টেশন

সংবাদ সম্মেলনে দাবি

এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন

সমকাল প্রতিবেদক

প্রকাশ: ১০ জানুয়ারি ২০২৬ | ১২:৫৩ | আপডেট: ১০ জানুয়ারি ২০২৬ | ১২:৫৭

দেশে চলমান এলপি গ্যাস সংকটে পরিবহন খাত ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। সংকট দীর্ঘায়িত হলে যাত্রীসেবা, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন খাতসংশ্লিষ্টরা।

শনিবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মো. সিরাজুল মাওলা। 'এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে' শীর্ষক এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সংগঠনটি।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহসভাপতি সাঈদা আক্তার, সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. ইকবাল হোসাইন, যুগ্ম অর্থ সম্পাদক মো. মোকবুল হোসেন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হুমায়ন কবির ভূঁইয়া, মো. মশিউর রহমানসহ অন্যান্য নেতারা।

সিরাজুল মাওলা বলেন, এলপিজি অটোগ্যাস একটি পরিবেশবান্ধব, সহজলভ্য ও তুলনামূলক সাশ্রয়ী জ্বালানি, যা সিএনজি, পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেলের বিকল্প হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সরকারের উৎসাহে সারাদেশের ৬৪ জেলায় প্রায় এক হাজার অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্টেশনের ওপর নির্ভর করে প্রায় দেড় লাখ যানবাহন এলপিজিতে রূপান্তর করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তীব্র এলপিজি সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে।

এর ফলে স্টেশন মালিকদের পাশাপাশি এলপিজি চালিত যানবাহনের মালিক ও চালকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস না পেয়ে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এতে যাত্রীসেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং যাত্রীরা নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

সংগঠনের সভাপতি জানান, দেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে যানবাহন খাতে ব্যবহৃত হয় মাত্র ১৫ হাজার মেট্রিক টন, যা মোট ব্যবহারের প্রায় ১০ শতাংশ। অথচ এই তুলনামূলক সামান্য পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় পুরো এলপিজি অটোগ্যাস শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে তিন দফা দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—এলপিজি সরবরাহকারী কোম্পানি ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সংগঠন যেন যেকোনোভাবে অটোগ্যাস খাতের চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে। এলপিজি আমদানিতে কোনো জটিলতা থাকলে বিইআরসি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ যেন তা দ্রুত সমাধান করে অপারেটরদের মাধ্যমে অটোগ্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এলপিজি সরবরাহে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, সে জন্য আগাম ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রয়োজনে সরকারকে বিকল্প উৎস থেকে এলপিজি আমদানির ব্যবস্থার কথাও বলা হয়।

https://www.bahannonews.com/details/article/10188583/%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7/#google_vignette

সোমবার, ১২ জানুয়ারী ২০২৬

এলপিজি অটোগ্যাস সংকটে প্রায় সব ফিলিং স্টেশন বন্ধ!

প্রকাশ : ১০ জানুয়ারী ২০২৬, ০১ : ৩৫ পি.এম.

এলপিজি অটোগ্যাসের তীব্র সংকটে দেশের প্রায় সব ফিলিং স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে অটোগ্যাস ব্যবহারকারী পরিবহন চালক ও মালিকরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন

শনিবার (১০ জানুয়ারি) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত 'এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে' শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রকৌশলী মো. সিরাজুল মাওলা।

তিনি বলেন, দেশে বর্তমানে প্রতি মাসে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার টন এলপিজির চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে ১০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ১৫ হাজার টন অটোগ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় অটোগ্যাস শিল্প ধ্বংসের মুখে পড়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সারা দেশে প্রায় ১ হাজার এলপিজি অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশন রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এসব স্টেশন বন্ধ থাকায় উদ্যোক্তারা কর্মচারীদের বেতন, ব্যাংক ঋণের কিস্তি ও পরিচালন ব্যয় বহন করতে পারছেন না। অনেকেই দেউলিয়ার পথে হাঁটছেন।

অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে এলপিজির আমদানি স্বাভাবিক করা, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, চাহিদা অনুযায়ী অটোগ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের সংকট এড়াতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানানো হয়।

তিনি বলেন, দেশে বর্তমানে প্রতি মাসে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার টন এলপিজির চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে ১০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ১৫ হাজার টন অটোগ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় অটোগ্যাস শিল্প ধ্বংসের মুখে পড়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সারা দেশে প্রায় ১ হাজার এলপিজি অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশন রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এসব স্টেশন বন্ধ থাকায় উদ্যোক্তারা কর্মচারীদের বেতন, ব্যাংক ঋণের কিস্তি ও পরিচালন ব্যয় বহন করতে পারছেন না। অনেকেই দেউলিয়ার পথে হাঁটছেন।

অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে এলপিজির আমদানি স্বাভাবিক করা, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, চাহিদা অনুযায়ী অটোগ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের সংকট এড়াতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানানো হয়।

https://www.banglatribune.com/business/929519/%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7

সোমবার, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
২৮ পৌষ ১৪৩২

বাংলা ট্রিবিউন
সঠিক সময়ে সঠিক খবর

এলপিজি সংকটে অটোগ্যাস স্টেশন প্রায় বন্ধ, ব্যবহারের ১০ শতাংশ বরাদ্দের দাবি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট

১০ জানুয়ারি ২০২৬, ১২:২৬

বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন ও কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সংবাদ সম্মেলন

এলপিজি অটোগ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন বন্ধ হয়ে গেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে এলপিজি চালিত যানবাহনের ওপর। গাড়ির মালিক ও চালকরা জ্বালানি না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) কাছে এলপিজি ব্যবহারের অন্তত ১০ শতাংশ অর্থাৎ ১৫ হাজার টন এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশনগুলোতে সরবরাহের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন ও কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে তারা জানান, গাড়ির মালিক ও চালকরা জ্বালানি না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস সংগ্রহ করতে না পারায় অনেক যানবাহন এবং যাত্রীসেবাও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি ব্যবহার হয়। এর মধ্যে যানবাহন খাতে মাত্র ১৫ হাজার মেট্রিক টন, অর্থাৎ মোট ব্যবহারের প্রায় ১০ শতাংশ, এলপিজি অটোগ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অথচ এই পরিমাণ এলপিজি গ্যাস স্টেশনে সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় পুরো অটোগ্যাস খাত আজ বিপর্যয়ের মুখে।

বিইআরসি কাছে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন ও কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অনুরোধ জানায়, এ খাতে ব্যবহারের জন্য প্রতি মাসে মোট এলপিজি ব্যবহারের অন্তত ১০ শতাংশ অর্থাৎ ১৫ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশনগুলোতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করা যায় কিনা। এই ন্যূনতম সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী এবং বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গড়ে ওঠা এলপিজি অটোগ্যাস শিল্প সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

অ্যাসোসিয়েশন জানায়, এই শিল্প ধ্বংস হলে প্রায় দেড় লাখ এলপিজি চালিত যানবাহনের মালিক চরম ভোগান্তিতে পড়বেন। বাধ্য হয়ে তারা এলপিজি কিট খুলে অন্য জ্বালানিতে ফিরে যাবেন, যা দেশের জ্বালানি ভারসাম্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হবে। একইসঙ্গে এতে হাজার হাজার অটোগ্যাস স্টেশন মালিক ও কর্মচারী সরাসরি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন এবং বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়বেন। তারা সরকারের কাছে যেসব দাবি জানান সেগুলো হচ্ছে, অবিলম্বে এলপিজি আমদানি স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে এলপিজি সরবরাহ বন্ধ বা সীমিতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া, এলপিজি সিলিন্ডার ও অটোগ্যাস স্টেশনের সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় ও পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, এলপিজি আমদানি বাড়াতে ইচ্ছুক কোম্পানিগুলোর আবেদন দ্রুত অনুমোদন দেওয়া, সরকার নির্ধারিত মূল্যের বাইরে অতিরিক্ত দামে এলপিজি বিক্রির সঙ্গে জড়িত অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মনিটরিং ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা, চলমান সংকটকালে এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন মালিকদের আর্থিক ক্ষতি বিবেচনায় বিশেষ সহায়তা ও নীতিগত সুরক্ষা দেওয়া।

https://www.risingbd.com/national/news/635292

প্রতি মুহূর্তের খবর
risingbd.com

ঢাকা সোমবার ১২ জানুয়ারি ২০২৬ || পৌষ ২৮ ১৪৩২

জাতীয়

তীব্র এলপিজি সংকট: দেশের প্রায় সব অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক || *রাইজিংবিডি.কম*

প্রকাশিত: ১৩:৫৩, ১০ জানুয়ারি ২০২৬ আপডেট: ১৪:০৯, ১০ জানুয়ারি ২০২৬

ছবিটি এআই টুলস ব্যবহার করে তৈরি।

তীব্র এলপিজি সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজন 'এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনের এই দাবি করেন সংগঠনটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মো. সিরাজুল মাওলা।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, "এলপিজি অটোগ্যাস একটি পরিবেশবান্ধব, সহজলভ্য ও তুলনামূলক সাশ্রয়ী জ্বালানি, যা সিএনজি, পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেলের বিকল্প হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সরকারের উৎসাহে সারাদেশের ৬৪ জেলায় প্রায় এক হাজার অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্টেশনের ওপর নির্ভর করে প্রায় দেড় লাখ যানবাহন এলপিজিতে রূপান্তর করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তীব্র এলপিজি সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে।

‘এর ফলে স্টেশন মালিকদের পাশাপাশি এলপিজি চালিত যানবাহনের মালিক ও চালকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস না পেয়ে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এতে যাত্রীসেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং যাত্রীরা নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন।”

সিরাজুল মাওলা বলেন, “দেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে যানবাহন খাতে ব্যবহৃত হয় মাত্র ১৫ হাজার মেট্রিক টন, যা মোট ব্যবহারের প্রায় ১০ শতাংশ। অথচ এই তুলনামূলক সামান্য পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় পুরো এলপিজি অটোগ্যাস শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে।”

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে তিন দফা দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলো হলো- এলপিজি সরবরাহকারী কোম্পানি ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সংগঠন যেন যেকোনোভাবে অটোগ্যাস খাতের চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে। এলপিজি আমদানিতে কোনো জটিলতা থাকলে বিইআরসি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ যেন তা দ্রুত সমাধান করে অপারেটরদের মাধ্যমে অটোগ্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এলপিজি সরবরাহে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, সে জন্য আগাম ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রয়োজনে সরকারকে বিকল্প উৎস থেকে এলপিজি আমদানির ব্যবস্থার কথাও বলা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি সাঈদা আক্তার, সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. ইকবাল হোসাইন, যুগ্ম অর্থ সম্পাদক মো. মোকবুল হোসেন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হুমায়ন কবির ভূঁইয়া, মো. মশিউর রহমান প্রমুখ।

https://www.dhakatimes24.com/2026/01/10/399817

ঢাকা টাইমস
www.dhakatimes24.com
কঠিনের সহজ প্রকাশ

জাতীয়

এলপিজি সংকটে বন্ধের পথে অটোগ্যাস স্টেশন, ভোগান্তিতে দেড় লাখ যানবাহন

অনলাইন ডেস্ক, ঢাকা টাইমস

প্রকাশিত : ১০ জানুয়ারি ২০২৬, ১৪:৪২

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) চলমান সংকটে চরম বিপাকে পড়েছে সারা দেশের অটোগ্যাস স্টেশনগুলো। নিয়মিত এলপিজি সরবরাহ না পাওয়ায় অনেক স্টেশন ব্যবসা বন্ধের মুখে রয়েছে বলে জানিয়েছে স্টেশন মালিকদের সংগঠন। এর ফলে দেড় লাখের বেশি এলপিজিচালিত যানবাহনের মালিক ও চালকেরা মারাত্মক ভোগান্তিতে পড়েছেন।

শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানায় বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভারশন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। 'এলপিজি–সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন

খাতে' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সভাপতি মো. সিরাজুল মাওলা। এ সময় সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, দেশে প্রায় এক হাজার অটোগ্যাস স্টেশন থেকে গাড়িতে এলপিজি সরবরাহ করা হয়। মাসে এসব স্টেশনের চাহিদা প্রায় ১৫ হাজার টন হলেও নিয়মিত সরবরাহ মিলছে না। এতে দেশের প্রায় সব এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে।

সংগঠনটি জানায়, দেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার টন এলপিজি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশ এলপিজি যানবাহন খাতে অটোগ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অথচ এই সামান্য পরিমাণ এলপিজিও নিয়মিত সরবরাহ করা হচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে প্রতিমাসেই বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) কাছে অনুরোধ জানানো হলেও সংকটের সমাধান হচ্ছে না।

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, জ্বালানি না পেয়ে গাড়ির মালিক ও চালকেরা এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। এতে পরিবহনব্যবস্থা, ভোক্তাস্বার্থ ও জ্বালানি নিরাপত্তা মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

সংগঠনের নেতারা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, এলপিজি অটোগ্যাস সরবরাহ দ্রুত নিশ্চিত করা না গেলে পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী ও বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গড়ে ওঠা এই শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। পাশাপাশি দীর্ঘদিন স্টেশন বন্ধ থাকায় মালিকেরা চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। কর্মচারীদের বেতন, ব্যাংকঋণের কিস্তি ও দৈনন্দিন পরিচালন ব্যয় বহন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে।

সংকট নিরসনে সরকারে কাছে ছয় দফা দাবি তুলে ধরেন তারা। এর মধ্যে অবিলম্বে এলপিজি আমদানি স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

https://www.dhakanews24.com/%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B9-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%B0/

ঢাকানিউজ24
www.dhakanews24.com

এলপিজি সংকটে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পরিবহন খাত

জানুয়ারি ১০, ২০২৬

নিউজ ডেস্ক : দেশে চলমান এলপি গ্যাস সংকটে পরিবহন খাত ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। সংকট দীর্ঘায়িত হলে যাত্রীসেবা, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন খাতসংশ্লিষ্টরা।

শনিবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মো. সিরাজুল মাওলা। 'এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে' শীর্ষক এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সংগঠনটি।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহসভাপতি সাঈদা আক্তার, সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. ইকবাল হোসাইন, যুগ্ম অর্থ সম্পাদক মো. মোকবুল হোসেন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হুমায়ন কবির ভূঁইয়া, মো. মশিউর রহমানসহ অন্যান্য নেতারা।

সিরাজুল মাওলা বলেন, এলপিজি অটোগ্যাস একটি পরিবেশবান্ধব, সহজলভ্য ও তুলনামূলক সাশ্রয়ী জ্বালানি, যা সিএনজি, পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেলের বিকল্প হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সরকারের উৎসাহে সারাদেশের ৬৪ জেলায় প্রায় এক হাজার অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্টেশনের ওপর নির্ভর করে প্রায় দেড় লাখ যানবাহন এলপিজিতে রূপান্তর করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তীব্র এলপিজি সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে স্টেশন মালিকদের পাশাপাশি এলপিজি চালিত যানবাহনের মালিক ও চালকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস না পেয়ে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এতে যাত্রীসেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং যাত্রীরা নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

সংগঠনের সভাপতি জানান, দেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে যানবাহন খাতে ব্যবহৃত হয় মাত্র ১৫ হাজার মেট্রিক টন, যা মোট ব্যবহারের প্রায় ১০ শতাংশ। অথচ এই তুলনামূলক সামান্য পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় পুরো এলপিজি অটোগ্যাস শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে তিন দফা দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—এলপিজি সরবরাহকারী কোম্পানি ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সংগঠন যেন যেকোনোভাবে অটোগ্যাস খাতের চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে। এলপিজি আমদানিতে কোনো জটিলতা থাকলে বিইআরসি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ যেন তা দ্রুত সমাধান করে অপারেটরদের মাধ্যমে অটোগ্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এলপিজি সরবরাহে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, সে জন্য আগাম ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রয়োজনে সরকারকে বিকল্প উৎস থেকে এলপিজি আমদানির ব্যবস্থার কথাও বলা হয়।

https://www.channel24bd.tv/economy/article/307235/%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A5%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8#goog_rewarded

CHANNEL 24
সব সময় | সব দিকের | সব খবর

প্রকাশিত: ১৫:৫৪, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
আপডেট: ১৬:০২, ১০ জানুয়ারি ২০২৬

এলপিজি সংকটে বন্ধের পথে অটোগ্যাস স্টেশন

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভারশন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। ছবি: সংগৃহীত

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) চলমান সংকটে সারা দেশে অটোগ্যাস স্টেশনগুলো মারাত্মক সংকটে পড়েছে। নিয়মিত গ্যাস সরবরাহ না পাওয়ায় অনেক স্টেশনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে স্টেশনমালিকদের সংগঠন। শনিবার (১০ জানুয়ারি) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানায় বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভারশন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

‘এলপিজি-সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে’ শিরোনামে সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সভাপতি মো. সিরাজুল মাওলা। এ সময় সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, দেশে বর্তমানে প্রায় এক হাজার অটোগ্যাস স্টেশন থেকে গাড়িতে এলপিজি সরবরাহ করা হয়। এসব স্টেশনের মাসিক চাহিদা প্রায় ১৫ হাজার টন। কিন্তু নিয়মিত সরবরাহ না থাকায় অধিকাংশ স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে দেড় লাখের বেশি এলপিজিচালিত যানবাহনের ওপর।

সংগঠনটি জানায়, জ্বালানি না পেয়ে গাড়ির মালিক ও চালকেরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস মিলছে না। এতে পরিবহনব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায়ও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, দেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার টন এলপিজি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশ যানবাহন খাতে অটোগ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই সামান্য পরিমাণ এলপিজিও নিয়মিত সরবরাহ করা হচ্ছে না। এ অবস্থায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) কাছে প্রতি মাসে প্রয়োজনীয় এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবি জানায় সংগঠনটি।

সংকট অব্যাহত থাকলে পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গড়ে ওঠা এলপিজি অটোগ্যাস খাত ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন নেতারা। তারা বলেন, দীর্ঘদিন স্টেশন বন্ধ থাকায় কর্মচারীদের বেতন, ব্যাংকঋণের কিস্তি ও দৈনন্দিন পরিচালন ব্যয় বহন করা মালিকদের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে সংকট নিরসনে সরকারের কাছে ছয় দফা দাবি তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে অবিলম্বে এলপিজি আমদানি স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

https://www.banglatribune.com/amp/business/929519/%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7

বাংলা ট্রিবিউন

এলপিজি সংকটে অটোগ্যাস স্টেশন প্রায় বন্ধ, ব্যবহারের ১০ শতাংশ বরাদ্দের দাবি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট

প্রকাশ : ১০ জানুয়ারি ২০২৬, ১২:২৬

এলপিজি অটোগ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন বন্ধ হয়ে গেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে এলপিজি চালিত যানবাহনের ওপর। গাড়ির মালিক ও চালকরা জ্বালানি না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) কাছে এলপিজি ব্যবহারের অন্তত ১০ শতাংশ অর্থাৎ ১৫ হাজার টন এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশনগুলোতে সরবরাহের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন ও কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে তারা জানান, গাড়ির মালিক ও চালকরা জ্বালানি না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস সংগ্রহ করতে না পারায় অনেক যানবাহন এবং যাত্রীসেবাও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি ব্যবহার হয়। এর মধ্যে যানবাহন খাতে মাত্র ১৫ হাজার মেট্রিক টন, অর্থাৎ

মোট ব্যবহারের প্রায় ১০ শতাংশ, এলপিজি অটোগ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অথচ এই পরিমাণ এলপিজি গ্যাস স্টেশনে সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় পুরো অটোগ্যাস খাত আজ বিপর্যয়ের মুখে।

বিইআরসি কাছে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন ও কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অনুরোধ জানায়, এ খাতে ব্যবহারের জন্য প্রতি মাসে মোট এলপিজি ব্যবহারের অন্তত ১০ শতাংশ অর্থাৎ ১৫ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশনগুলোতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করা যায় কিনা। এই ন্যূনতম সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী এবং বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গড়ে ওঠা এলপিজি অটোগ্যাস শিল্প সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

অ্যাসোসিয়েশন জানায়, এই শিল্প ধ্বংস হলে প্রায় দেড় লাখ এলপিজি চালিত যানবাহনের মালিক চরম ভোগান্তিতে পড়বেন। বাধ্য হয়ে তারা এলপিজি কিট খুলে অন্য জ্বালানিতে ফিরে যাবেন, যা দেশের জ্বালানি ভারসাম্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হবে। একইসঙ্গে এতে হাজার হাজার অটোগ্যাস স্টেশন মালিক ও কর্মচারী সরাসরি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন এবং বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়বেন। তারা সরকারের কাছে যেসব দাবি জানান সেগুলো হচ্ছে, অবিলম্বে এলপিজি আমদানি স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে এলপিজি সরবরাহ বন্ধ বা সীমিতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া, এলপিজি সিলিন্ডার ও অটোগ্যাস স্টেশনের সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় ও পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, এলপিজি আমদানি বাড়াতে ইচ্ছুক কোম্পানিগুলোর আবেদন দ্রুত অনুমোদন দেওয়া, সরকার নির্ধারিত মূল্যের বাইরে অতিরিক্ত দামে এলপিজি বিক্রির সঙ্গে জড়িত অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মনিটরিং ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা, চলমান সংকটকালে এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন মালিকদের আর্থিক ক্ষতি বিবেচনায় বিশেষ সহায়তা ও নীতিগত সুরক্ষা দেওয়া।

https://dainikprithibi.com/%e0%a6%8f%e0%a6%b2%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9a%e0%a6%95-%e0%a6%aa/

দৈনিক পৃথিবী

এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন

S M Tajul Islam জানুয়ারি ১০, ২০২৬

এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন

মোঃ মামুন:

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) চলমান সংকটে ভুগছে গাড়িতে এলপিজি সরবরাহকারী গ্যাসস্টেশনগুলো। তারা বলছে, এক হাজার অটোগ্যাস স্টেশন থেকে গাড়িতে এলপিজি সরবরাহ করা হয়। মাসে তাদের চাহিদা ১৫ হাজার টন। নিয়মিত এলপিজি পাচ্ছে না তারা। এতে অনেক স্টেশনের ব্যবসা বন্ধ হওয়ার পথে। ১০ ই জানুয়ারী ২০২৬ ঢাকা রিপোর্টার্স

ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানায় বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভারশন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। ‘এলপিজি–সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে’ শিরোনামে লিখিত বক্তব্য পাঠ করা হয় এতে। সংগঠনের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সভাপতি মো. সিরাজুল মাওলা। এ সময় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ উপস্থিত ছিলেন। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, দেশের চলমান এলপিজি–সংকট এখন আর শুধু একটি ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক সমস্যা নয়। এটি সরাসরি সারা দেশের পরিবহনব্যবস্থা, ভোক্তাস্বার্থ, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বর্তমানে এলপিজি অটোগ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে দেড় লাখের বেশি এলপিজিচালিত যানবাহনের ওপর। গাড়ির মালিক ও চালকেরা জ্বালানি না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস পাচ্ছেন না। সংগঠনটি বলছে, প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার টন এলপিজি ব্যবহৃত হয় দেশে। এর মধ্যে যানবাহন খাতে মাত্র ১০ শতাংশ এলপিজি অটোগ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি সরবরাহ করা হচ্ছে না। প্রতি মাসে এ সরবরাহ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) কাছে অনুরোধ করে তারা। এ সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী এবং বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গড়ে ওঠা এলপিজি অটোগ্যাসশিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তাঁরা। লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন মালিকেরা চরম ব্যবসায়িক ক্ষতির মুখে রয়েছেন। দীর্ঘদিন স্টেশন বন্ধ থাকায় কর্মচারীদের বেতন, ব্যাংকঋণের কিস্তি এবং দৈনন্দিন পরিচালন ব্যয় বহন করা তাঁদের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। সংকট সমাধানে তাঁরা সরকারের কাছে ছয়টি দাবি তুলে ধরেন। এর মধ্যে আছে অবিলম্বে এলপিজি আমদানি স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ।

https://www.dinbodalnews24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%b2%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9a%e0%a6%95-%e0%a6%aa/

এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন

মোঃ মামুন:

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) চলমান সংকটে ভুগছে গাড়িতে এলপিজি সরবরাহকারী গ্যাসস্টেশনগুলো। তারা বলছে, এক হাজার অটোগ্যাস স্টেশন থেকে গাড়িতে

এলপিজি সরবরাহ করা হয়। মাসে তাদের চাহিদা ১৫ হাজার টন। নিয়মিত এলপিজি পাচ্ছে না তারা। এতে অনেক স্টেশনের ব্যবসা বন্ধ হওয়ার পথে। ১০ ই জানুয়ারী ২০২৬ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানায় বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভারশন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। 'এলপিজি–সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে' শিরোনামে লিখিত বক্তব্য পাঠ করা হয় এতে। সংগঠনের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সভাপতি মো. সিরাজুল মাওলা। এ সময় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ উপস্থিত ছিলেন। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, দেশের চলমান এলপিজি–সংকট এখন আর শুধু একটি ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক সমস্যা নয়। এটি সরাসরি সারা দেশের পরিবহনব্যবস্থা, ভোক্তাস্বার্থ, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বর্তমানে এলপিজি অটোগ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে দেড় লাখের বেশি এলপিজিচালিত যানবাহনের ওপর। গাড়ির মালিক ও চালকেরা জ্বালানি না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস পাচ্ছেন না। সংগঠনটি বলছে, প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার টন এলপিজি ব্যবহৃত হয় দেশে। এর মধ্যে যানবাহন খাতে মাত্র ১০ শতাংশ এলপিজি অটোগ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি সরবরাহ করা হচ্ছে না। প্রতি মাসে এ সরবরাহ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) কাছে অনুরোধ করে তারা। এ সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী এবং বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গড়ে ওঠা এলপিজি অটোগ্যাসশিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তাঁরা। লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন মালিকেরা চরম ব্যবসায়িক ক্ষতির মুখে রয়েছেন। দীর্ঘদিন স্টেশন বন্ধ থাকায় কর্মচারীদের বেতন, ব্যাংকঋণের কিস্তি এবং দৈনন্দিন পরিচালন ব্যয় বহন করা তাঁদের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। সংকট সমাধানে তাঁরা সরকারের কাছে ছয়টি দাবি তুলে ধরেন। এর মধ্যে আছে অবিলম্বে এলপিজি আমদানি স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ।

https://bangla.bdnews24.com/business/9021b55109f2

bdnews24.com

‘নভেম্বর’ থেকেই এলপি গ্যাসের সংকট, ‘জানানো হয়নি’: হাসিন পারভেজ

“কারো কি স্টোরে পড়ে আছে গ্যাস? গ্যাস কিন্তু কারো স্টোরে পড়ে নাই। সবাই বিক্রি করতেছে” বলেন কাবুল।

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

Published : 10 Jan 2026, 04:41 PM

Updated : 10 Jan 2026, 04:43 PM

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা এলপি গ্যাসের সংকটে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাবের জন্য সরকারকে দায়ী করেছে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

এলপি গ্যাসের সরবরাহ সংকট নভেম্বর থেকে শুরু হলেও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো তা জানায়নি বলে দাবি করেন অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ।

শনিবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলায়তনে দেশে চলমান এলপিজি অটোগ্যাস সংকটের বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

সেখানে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. সিরাজুল মাওলা তাদের দাবি উপস্থাপন করেন।

দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়ে তারা বলছেন, পরিবহন খাত ভয়াবহ সংকটের মুখে পড়েছে এবং গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় পুরো এলপিজি অটোগ্যাস শিল্প ধ্বংসের মুখে।

কী কারণে সারা দেশে এলপি গ্যাসের সংকট হয়েছে বলে মনে করছেন? জবাবে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হাসিন পারভেজ বলেন, "সবকিছু আমাদের জানা... এখানে আমাদের টিকে থাকার প্রশ্ন।

"নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে সংকটটা শুরু হয়েছে, আজকে ডিসেম্বর পুরাপুরি গেছে, জানুয়ারি মাঝামাঝি চলে আসছে, কিন্তু খুবই দু:খজনক।

"এটার কোনোর জবাব কিন্তু আমরা পাই নাই, কারণ এলপিজি বা জ্বালানিটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, কারণ চার ডাল লবণ ঘরে থাকলে আর কোনো জ্বালানি না থাকলে তো আপনি রান্না করে খাইতে পারবেন না।"

সংকটের কারণ তুলে ধরে তিনি বলেন, "ব্যাপারটা এই যে সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছে বা যেটাই হইছে কমে গেছে, যেটা আছে আপনারা তো জানেন, এলপিজি অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন যারা এলপিজি 'অপারেট' করছে, যারা এলপিজি আমদানি করে, 'বড় খেলোয়াড়'। ধরেন বসুন্ধরা, বেক্সিমকো, ওমেরা, জি গ্যাস, তারপর আই গ্যাস ১৬-১৮টা মনে হয় অনুমোদিত কোম্পানি আছে। তার মধ্যে ১২ জন আমদানি করে।

"ওনাদের প্রতিনিধি এবং সরকারের জ্বালানি মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট যারা, এনার্জি কমিশন, ওনাদের কিন্তু একটা যৌথ সংবাদ সম্মেলন করে, কিছু একটা করে সারাদেশের মানুষকে এটা জানানো দরকার ছিল, যে পরিস্থিতি এরকম এবং এটা এতদিন চলতে পারে। মানুষ তো তাহলে পরে নিজেই নিজের রেশনিংটা করতে পারতো, তাই না?

"যে আমি একটু গ্যাসটা কম ব্যবহার করি, সেটা না করে আপনি... দেখেন যেটা হচ্ছে। সেটা হচ্ছে যে, দোষ আরোপ করার একটা রাজনীতির মতো একটা ব্যাপার। বলে দিচ্ছে যে, ছোট ছোট খুচরা বিক্রেতাদের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জরিমানা করে দিচ্ছেন।"

হাসিন পারভেজ বলেন, "সরকারের উচিত ছিল এবং এখনো সময় আছে, যদি সরকার ধারণা করে যে এটা আরো কিছুদিন চলবে তাহলে পরে সবাইকে জানানো।"

তিনি বলেন, "সরকারের বলা উচিৎ যে এটা আমাদের কিছুদিন রেশনিং করে ব্যবহার করতে হবে...। যদি আমাদের 'সাপ্লাই চেইন ইন্টারাপশন' হয়, কেন হইছে সেটা যদি নাও বলতে পারে, সেটা যদি নাম ব্যবহার করতে না পারে বলুক, এটা যে চলবে আরো কিছু দিন এটা জানলে তো মানুষ বিকল্প চিন্তা করবে। কেউ ইলেকট্রিক চুলা কিনবে, কেউ ইন্ডাকশন কুকার কিনবে।"

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিরাজুল মাওলা বলেন, "অনেকের কাছ থেকে যেটা বুঝতে পারছি যে সরবরাহ ব্যবস্থায় কোথায়ও সমস্যা হয়েছে। এখানে সমস্যা হল, অনেকের, গ্যাস পাম্পের সরবরাহের চুক্তি একেকজনের একেক কোম্পানির সাথে। যখন ওই কোম্পানির গ্যাস না থাকে তখন স্বাভাবিকভাবে অন্য কোম্পানি তাকে গ্যাস দিতে চায় না। এইটা আমাদের দেশে একটা সংস্কৃতি আছে।

“দেখা যাচ্ছে যে সাধারণত আমি যদি গ্যাস দিতে না পারি একটা আমার ডিলারকে নিয়ম হল তাকে একটা ‘ক্লিয়ারেন্স’ দিয়ে দেওয়া। ঠিক আছে? আমার কাছে গ্যাস নাই। তুমি অন্যর কাছ থেকে গ্যাস নিয়ে নাও। আমি তোমাকে একটা লিখিত ‘ক্লিয়ারেন্স’ দিলাম। সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে ‘ক্লিয়ারেন্স’ চাইলে তা দেওয়া হয় না। এই ‘ক্লিয়ারেন্স’ না পাইলে অন্যরা গ্যাস দিচ্ছে না। এটা একটা জটিলতা আছে। এটা খুবই নমনীয় হওয়া দরকার।”

সংগঠনের আরেক নেতা সাজ্জাদুল করিম কাবুল দাবি করেন কেউ গ্যাস মজুদ করেনি।

“কারো কি স্টোরে পড়ে আছে গ্যাস? গ্যাস কিন্তু কারো স্টোরে পড়ে নাই। সবাই বিক্রি করতেছে।”

গাড়ির জ্বালানি অকটেন থেকে গ্যাসে রূপান্তরের বিষয়টি তুলে ধরে সিরাজুল মাওলা বলেন, গ্যাস সংকটের সমাধান হওয়া খুব জরুরি। না হলে সরকারের ওপরে বাড়তি জ্বালানির চাপ পড়ে যাবে। এ চাপ সরকার নিতে পারবে কি না তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন তিনি।

তিনি বলেন, গ্যাস সংকট না কাটলে অকটেনের ওপরে চাপ পড়বে এবং অকটেন ফুরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপন করা এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের দাবিগুলো হল-

>> এলপিজি সরবরাহ কোম্পানি অপারেটর এবং এলপিজি অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এলওএবি) কে ‘যেভাবেই হোক’ এলপিজি অটোগ্যাসের চাহিদা অনুযায়ী এলপি গ্যাস সরবরা করা।

>> নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন-বিইআরসি ও অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষ যেন এলপি গ্যাস আমদানি সংক্রান্ত কোন জটিলতা থাকলে তা সমাধান করেন এবং অপারেটরের মাধ্যমে অটোগ্যাসের চাহিদা অনুযায়ী সরবাহ নিশ্চিত করে।

>> ভবিষ্যতে যাতে এলপি গ্যাসের সরবরাহ ব্যাঘাত না হয় সে ব্যপারে যাবতীয় পদক্ষেপ নেয়। প্রয়োজনে সরকার যেন বিকল্প হিসেবে এলপি গ্যাস আমদানির ব্যবস্থা করে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি সাঈদা আক্তার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. ইকবাল হোসাইন, যুগ্ন অর্থ সম্পাদক মো. মোকবুল হোসেন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হুমায়ন কবির ভূঁইয়া, মো. মশিউর রহমান।

https://passengervoice.net/news-view/34705?n=%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%20%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A7%87%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A7%87%20%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%20%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A4

গণপরিবহনের সংবাদ বিশ্বস্তময়
প্যাসেঞ্জার ভয়েস
Govt. Reg. No-07/2024
www.passengervoice.net

এলপিজি সংকটে বিপর্যয়ের মুখে পরিবহন খাত

Passenger Voice | ০৪:২৫ পিএম, ২০২৬-০১-১০

19Shares

দেশে চলমান এলপি গ্যাস সংকটে পরিবহন খাত ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। সংকট দীর্ঘায়িত হলে যাত্রীসেবা, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন খাতসংশ্লিষ্টরা।

শনিবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মো. সিরাজুল মাওলা। ‘এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে’ শীর্ষক এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সংগঠনটি।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহসভাপতি সাঈদা আক্তার, সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. ইকবাল হোসাইন, যুগ্ম অর্থ সম্পাদক মো. মোকবুল হোসেন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হুমায়ন কবির ভূঁইয়া, মো. মশিউর রহমানসহ অন্যান্য নেতারা।

সিরাজুল মাওলা বলেন, এলপিজি অটোগ্যাস একটি পরিবেশবান্ধব, সহজলভ্য ও তুলনামূলক সাশ্রয়ী জ্বালানি, যা সিএনজি, পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেলের বিকল্প হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সরকারের উৎসাহে সারাদেশের ৬৪ জেলায় প্রায় এক হাজার অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্টেশনের ওপর নির্ভর করে প্রায় দেড় লাখ যানবাহন এলপিজিতে রূপান্তর করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তীব্র এলপিজি সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে।

এর ফলে স্টেশন মালিকদের পাশাপাশি এলপিজি চালিত যানবাহনের মালিক ও চালকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস না পেয়ে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এতে যাত্রীসেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং যাত্রীরা নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

সংগঠনের সভাপতি জানান, দেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে যানবাহন খাতে ব্যবহৃত হয় মাত্র ১৫ হাজার মেট্রিক টন, যা মোট ব্যবহারের প্রায় ১০ শতাংশ। অথচ এই তুলনামূলক সামান্য পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় পুরো এলপিজি অটোগ্যাস শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে তিন দফা দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে— এলপিজি সরবরাহকারী কোম্পানি ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সংগঠন যেন যেকোনোভাবে অটোগ্যাস খাতের চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে। এলপিজি আমদানিতে কোনো জটিলতা থাকলে বিইআরসি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ যেন তা দ্রুত সমাধান করে অপারেটরদের মাধ্যমে অটোগ্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এলপিজি সরবরাহে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, সে জন্য আগাম ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রয়োজনে সরকারকে বিকল্প উৎস থেকে এলপিজি আমদানির ব্যবস্থার কথাও বলা হয়।

https://www.sylhettoday24.news/news/details/National/166850

sylhettoday24
সংবাদ । মতামত । বিশ্লেষণ

সিলেটটুডে ডেস্ক

১০ জানুয়ারি, ২০২৬ ১৪:৩৪

জাতীয়

এলপিজি অটোগ্যাস সংকটে ফিলিং স্টেশন বন্ধ: মালিক সমিতি

ছবি: সংগৃহীত

এলপিজি অটোগ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব ফিলিং স্টেশন কার্যত বন্ধ। অটোগ্যাস না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি প্রকৌশলী সিরাজুল মাওলা।

শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

এসময় তিনি আরও বলেন, দেশে বর্তমানে ১ লাখ ৪০ হাজার টন এলপিজির চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে ১০ শতাংশ অর্থাৎ ১৫ হাজার টন এলপিজি অটোগ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের কাছে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিতের দাবি জানাই। সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে অটোগ্যাস শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, সারাদেশে প্রায় ১০০০ এলপিজি অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশন রয়েছে। দীর্ঘদিন স্টেশন বন্ধ থাকায় কর্মচারীদের বেতন, ব্যাংক ঋণের কিস্তি ও পরিচালন ব্যয় বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অনেক উদ্যোক্তা দেউলিয়া হওয়ার দারপ্রান্তে।

অবিলম্বে এলপিজির আমদানি স্বাভাবিক করা, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, চাহিদা অনুযায়ী অটোগ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা, ভবিষ্যৎতে যেন এ রকম সংকট না হয় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলন থেকে।

https://amarbarta.com.bd/national/70528

আমার বার্তা

এলপিজি অটোগ্যাসের সংকটে প্রায় সব ফিলিং স্টেশন বন্ধ

আমার বার্তা অনলাইন

১০ জানুয়ারি ২০২৬, ১১:২১

এলপিজি অটোগ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব ফিলিং স্টেশন কার্যত বন্ধ। অটোগ্যাস না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি প্রকৌশলী মো. সিরাজুল মাওলা।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন, দেশে বর্তমানে ১ লাখ ৪০ হাজার টন এলপিজির চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে ১০ শতাংশ অর্থাৎ ১৫ হাজার টন এলপিজি অটোগ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের কাছে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবি জানাই। সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে অটোগ্যাস শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, সারাদেশে প্রায় ১০০০ এলপিজি অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশন রয়েছে। দীর্ঘদিন স্টেশন বন্ধ থাকায় কর্মচারীদের বেতন, ব্যাংক ঋণের কিস্তি ও পরিচালন ব্যয় বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অনেক উদ্যোক্তা দেউলিয়ার দারপ্রান্তে।

অবিলম্বে এলপিজির আমদানি স্বাভাবিক করা, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, চাহিদা অনুযায়ী অটোগ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা, ভবিষ্যৎতে যেন এ রকম সংকট না হয় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলন থেকে।

কয়েক সপ্তাহ ধরে এলপি গ্যাসের বাজারে নজিরবিহীন অরাজকতা বিরাজ করছে। ১২ কেজি এলপি গ্যাসের দাম ১৩০৬ টাকা নির্ধারিত থাকলেও অনেক জায়গায় ১৯০০ টাকা থেকে ২৫০০ টাকায় বিক্রির খবর পাওয়া যাচ্ছে।

সংকটের প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলা হয়, নভেম্বর ২০২৫ মাসে এলপিজির আমদানির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৫ হাজার মেট্রিক টন। অথচ ডিসেম্বর ২০২৫ মাসে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১ লক্ষ ২৭ হাজার মেট্রিক টন। অর্থাৎ আমদানি বৃদ্ধি হলেও বাজারে এলপি গ্যাস সরবরাহ কমে যাওয়ার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নাই। এলপিজির পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে; কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের পর এলপিজি অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (লোয়াব) বিবৃতি প্রদান করে। এলপি গ্যাসের দামে কারসাজির দায় খুচরা বিক্রেতাদের ওপর চাপিয়ে জড়িত বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জোরালো আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি। এর একদিন পরে কমিশন বৃদ্ধিসহ ৬ দফা দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দেয় এলপি গ্যাস ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের ((বিইআরসি) সঙ্গে বৈঠকে কমিশন বৃদ্ধির আশ্বাসে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে। তবে এখনও বাড়তি দামেই বিক্রি হচ্ছে এলপিজি।

https://www.shomoyeralo.com/news/343320

The Daily Shomoyer Alo
সময়ের আলো
সত্য প্রকাশে আপসহীন

মালিক সমিতি

এলপিজি অটোগ্যাসের সংকটে প্রায় সব ফিলিং স্টেশন বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক

A+ A- A

প্রকাশ: শনিবার, ১০ জানুয়ারি, ২০২৬, ৮:০৭ পিএম (ভিজিট : ১৫১)

শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি : সময়ের আলো

দেশে চলমান এলপিজি অটোগ্যাস সংকটের কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে পরিবহন খাত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানবাহনের চালকরা বিভিন্ন স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস না পাওয়ায় বিঘ্নিত হচ্ছে যাত্রীসেবা। এলপিজি অটোগ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব ফিলিং স্টেশন কার্যত বন্ধ। এমন

পরিস্থিতিতে এলপিজি সংকট নিরসনে তিন দফা দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানায় সংগঠনটি।

লিখিত বক্তব্যে সমিতির সভাপতি প্রকৌশলী সিরাজুল মাওলা বলেন, এলপিজি অটোগ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব ফিলিং স্টেশন কার্যত বন্ধ। অটোগ্যাস না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছি। চলমান এই এলপিজি সংকট এখন আর শুধু একটি ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক সমস্যা নয়। এটি সরাসরি সারা দেশের পরিবহনব্যবস্থা, ভোক্তাস্বার্থ, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বর্তমানে এলপিজি অটোগ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে দেড় লাখের বেশি এলপিজিচালিত যানবাহনের ওপর। গাড়ির মালিক ও চালকেরা জ্বালানি না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস পাচ্ছেন না। তিনি বলেন, প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার টন এলপিজি ব্যবহৃত হয় দেশে। এর মধ্যে যানবাহন খাতে মাত্র ১০ শতাংশ এলপিজি অটোগ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি সরবরাহ করা হচ্ছে না। প্রতি মাসে এ সরবরাহ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) কাছে অনুরোধ করে তারা। এ সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী এবং বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গড়ে ওঠা এলপিজি অটোগ্যাসশিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তারা। সিরাজুল মাওলা জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন মালিকেরা চরম ব্যবসায়িক ক্ষতির মুখে রয়েছেন। দীর্ঘদিন স্টেশন বন্ধ থাকায় কর্মচারীদের বেতন, ব্যাংকঋণের কিস্তি এবং দৈনন্দিন পরিচালন ব্যয় বহন করা তাদের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হুমায়ন কবির ভূঁইয়া বলেন, সরকারের কি জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত নয় যে, মানুষ কষ্টে আছে। এই কারণেই তো সরকারের প্রয়োজন। আমি নিজের কথা বলছি না, আমি তো আর যাইনি। কিন্তু যারা সরকারে গেছে, তারা কেন গেছে? তারা তো উপার্জনের জন্য যায়নি। তারা গেছে জনগণের উপকার করার জন্য। আমি তাই মনে করি। যারা উপদেষ্টা হয়েছেন, তারা কি এই উদ্দেশ্যেই যাননি? নাকি শুধু বেতন নেওয়ার জন্য গেছেন? তারা তো উপকার করার জন্যই গেছেন। কিন্তু বাস্তবে তারা কী করছে? আজ যে সম্মেলন হলো, সেটার কথা কাকে বলব? কেউ কি শুনবে? আপনারা জানেন, এসব ঘটনা কোথা থেকে আসে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যত ঘটনা ঘটেছে, অমুক বাড়ল, তমুক বাড়ল। তারপর তদন্ত কমিটি গঠন হয়। কিন্তু তদন্ত প্রতিবেদন কি বের হয়? তদন্ত প্রতিবেদনের ওপর কি কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়? কিছুই না।

https://financialbarta.com/5624/

FINANCIAL BARTA

এলপিজি সংকট নিরসনে সরকারের প্রতি আহ্বান মালিক সমিতির

নিজস্ব প্রতিবেদক | ১০ জানুয়ারি, ২০২৬ ১০:৩০ : অপরাহ্ণ

বর্তমানে দেশে চলমান এলপিজি অটোগ্যাস সংকটের কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে পরিবহন খাত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানবাহনের চালকরা বিভিন্ন স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস পাচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে এলপিজি সংকট নিরসনের আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন । সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে বেশকিছু দাবিও জানানো হয়েছে।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানায় সংগঠনটি।

এ সময় সংগঠনের পক্ষে সরকারের কাছে কয়েক দফা দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। তাদের প্রধান দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—এলপিজি আমদানির প্রক্রিয়াকে অবিলম্বে স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত করা এবং যারা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সরবরাহ কমিয়ে দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া। এছাড়া এলপিজি সিলিন্ডার ও অটোগ্যাস স্টেশনের সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ সমন্বয় ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবিও জানানো হয়েছে। সরকার নির্ধারিত মূল্যের বাইরে যারা অতিরিক্ত দামে গ্যাস বিক্রি করছে, সেই অসাধু ব্যবসায়ীদের নিয়মিত তদারকি ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনার ওপর তারা বিশেষ জোর দিয়েছেন।

বর্তমানে আমদানিকারক কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম ও সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি যারা নতুন করে এলপিজি আমদানি করতে আগ্রহী, তাদের আবেদন দ্রুত অনুমোদনের আহ্বান জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তারা মনে করেন, অটোগ্যাস স্টেশন মালিকদের এই কঠিন সময়ে নীতিগত সুরক্ষা ও বিশেষ সহায়তা প্রদান করা না হলে এই বিশাল বিনিয়োগটি মুখ থুবড়ে পড়বে। মূলত জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ লাঘব করতেই তারা এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সরকারের প্রতি জোরালো আহ্বান জানিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা, পরিবহন ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা, ভোক্তা স্বার্থ এবং পরিবেশ রক্ষায় অবিলম্বে কার্যকর ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। অন্যথায় এলপিজি সংকট নিরসন না হলে এর প্রভাব পুরো অর্থনীতি ও জনজীবনে আরো গভীর সংকট সৃষ্টি করবে।

https://www.deshrupantor.com/654378/%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8

দা য়ি ত্ব শী ল দে র দৈ নি ক

দেশ রূপান্তর

এলপিজি সংকটে বন্ধ হচ্ছে অটোগ্যাস স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রকাশ : ১১ জানুয়ারি ২০২৬, ০৭:৩৮ এএম আপডেট : ১১ জানুয়ারি ২০২৬, ০৭:৩৮ এএম

https://www.deshrupantor.com/654378

দেশ রূপান্তর

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) চলমান সংকটে পরিবহন খাত ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। অনেক অটোগ্যাস স্টেশন বন্ধ হওয়ার পথে। সংকট দীর্ঘায়িত হলে যাত্রীসেবা, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন সংগঠনটির নেতারা। এ সময় এলপি গ্যাসের সংকটে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাবের জন্য সরকারকে দায়ী করা হয়।

‘এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে’ শীর্ষক ওই সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রকৌশলী মো. সিরাজুল মাওলা। তিনি বলেন, এলপিজি অটোগ্যাস একটি পরিবেশবান্ধব, সহজলভ্য ও তুলনামূলক সাশ্রয়ী জ্বালানি, যা সিএনজি, পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেলের বিকল্প হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সরকারের উৎসাহে সারা দেশের ৬৪ জেলায় প্রায় এক হাজার অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্টেশনের ওপর নির্ভর করে প্রায় দেড় লাখ যানবাহন এলপিজিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

‘কিন্তু বর্তমানে এলপিজির তীব্র সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে স্টেশন মালিকদের পাশাপাশি এলপিজি চালিত যানবাহনের মালিক ও চালকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস না পেয়ে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এতে যাত্রীসেবা মারাত্মকভাবে বিঘিœত হচ্ছে এবং যাত্রীরা নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন’।

সংগঠনের সভাপতি জানান, দেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে যানবাহন খাতে ব্যবহৃত হয় মাত্র ১৫ হাজার মেট্রিক টন, যা মোট ব্যবহারের প্রায় ১০ শতাংশ। অথচ এই তুলনামূলক সামান্য পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় পুরো এলপিজি অটোগ্যাস শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে।

এলপি গ্যাসের সরবরাহ সংকট নভেম্বর থেকে শুরু হলেও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো তা জানায়নি বলে দাবি করেন অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ। কী কারণে সারা দেশে এলপি গ্যাসের সংকট হয়েছে বলে মনে করছেন? সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘সবকিছু আমাদের জানা, এখানে আমাদের টিকে থাকার প্রশ্ন। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে সংকটটা শুরু হয়েছে, আজ ডিসেম্বর পুরোপুরি গেছে, জানুয়ারি মাঝামাঝি চলে আসছে, কিন্তু খুবই দুঃখজনক। এটার কোনো জবাব কিন্তু আমরা পাইনি, কারণ এলপিজি বা জ্বালানিটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, কারণ চাল ডাল লবণ ঘরে থাকলে আর কোনো জ্বালানি না থাকলে তো আপনি রান্না করে খেতে পারবেন না।’

সংকটের কারণ তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘ব্যাপারটা এই যে সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘিœত হয়েছে বা যেটাই হয়েছে কমে গেছে, যেটা আছে আপনারা তো জানেন, এলপিজি অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন যারা এলপিজি ‘অপারেট’ করছে, যারা এলপিজি আমদানি করে, ‘বড় খেলোয়াড়’। ওনাদের প্রতিনিধি এবং সরকারের জ্বালানি মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট যারা, এনার্জি কমিশন, ওনাদের কিন্তু একটা যৌথ সংবাদ সম্মেলন করে, কিছু একটা করে সারা দেশের মানুষকে এটা জানানো দরকার ছিল যে, পরিস্থিতি এ রকম এবং এটা এতদিন চলতে পারে। মানুষ তো তাহলে পরে নিজেই নিজের রেশনিংটা করতে পারত, তাই না?’

আরেক প্রশ্নের জবাবে সংগঠনের সভাপতি সিরাজুল মাওলা বলেন, ‘এখানে সমস্যা হলো অনেকের, গ্যাস পাম্পের সরবরাহের চুক্তি একেকজনের একেক কোম্পানির সঙ্গে। যখন ওই কোম্পানির গ্যাস না থাকে তখন স্বাভাবিকভাবে অন্য কোম্পানি তাকে গ্যাস দিতে চায় না। এটা আমাদের দেশে একটা সংস্কৃতি। এক্ষেত্রে নমনীয় হওয়া দরকার।’

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে তিন দফা দাবি তুলে ধরা হয়। এগুলো হলো অটোগ্যাস খাতের চাহিদা অনুযায়ী এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিত করা; আমদানিতে কোনো জটিলতা থাকলে বিইআরসি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ যেন তা দ্রুত সমাধান করে অপারেটরদের মাধ্যমে অটোগ্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এলপিজি সরবরাহে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, সে জন্য আগাম ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রয়োজনে সরকারকে বিকল্প উৎস থেকে এলপিজি আমদানির ব্যবস্থার কথাও বলা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহসভাপতি সাঈদা আক্তার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. ইকবাল হোসাইন, যুগ্ম অর্থ সম্পাদক মো. মোকবুল হোসেন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হুমায়ন কবির ভূঁইয়া, মো. মশিউর রহমান, সাজ্জাদুল করিম কাবুল প্রমুখ।

https://sangbad.net.bd/news/national/2026/172274/

প্রকাশনার ৭৫ বছর
সংবাদ

এলপিজি সংকট: বন্ধ ‘হাজার’ অটোগ্যাস স্টেশন, অচল ‘দেড় লাখ’ পরিবহন

সংকট ‘নভেম্বর’ থেকেই, ‘জানানো হয়নি’ দ্রুত সমাধান না হলে ‘অকটেনও ফুরিয়ে যাবে’

সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট
শনিবার, ১০ জানুয়ারী ২০২৬

দেশে চলমান এলপি গ্যাস সংকটে পরিবহন খাত ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। সংকট দীর্ঘায়িত হলে যাত্রীসেবা, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন খাত সংশ্লিষ্টরা।

সংবাদ সম্মেলনে এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন

সরকারের উচিত ছিল সবাইকে জানানো, মানুষ প্রস্তুতি নিতে পারতো।

যারা এলপিজি আমদানি করে, ‘বড় খেলোয়াড়’। ধরেন বসুন্ধরা, বেক্সিমকো, ওমেরা ইত্যাদি: হাসিন পারভেজ

ডিলাররা অন্য কোম্পানির গ্যাস নিতে ‘ক্লিয়ারেন্স চাইলে দেয়া হয় না’। এখানেও সংকট: সিরাজুল মাওলা

এদিকে সংকটে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাবের জন্য সরকারকে দায়ী করেছে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। গত নভেম্বর থেকে এলপি গ্যাসের সরবরাহ সংকট শুরু হয়েছে দাবি করে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ‘সরকার এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো তা মানুষকে জানায়নি’।

শনিবার, (১০ জানুয়ারী ২০২৬) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) মিলায়তনে ‘এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে’ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

দেশে আবাসিক রান্নায় বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা এলপি গ্যাস (এলপিজি)। বর্তমানে যানবাহনও চলছে এই গ্যাস (অটোগ্যাস) দিয়ে। গত ডিসেম্বরের শেষদিক থেকে এখন পর্যন্ত সারাদেশে এলপি গ্যাসের ভয়াবহ সংকট চলছে। সিলিন্ডার বিক্রি হচ্ছে দেড় থেকে দ্বিগুণ দামে। এরপরও গ্যাস পাচ্ছেন না ভোক্তারা। এই সংকট এসে ভর করেছে যানবাহনে ব্যবহৃত অটোগ্যাস খাতে।

বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. সিরাজুল মাওলা শনিবার সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘এলপিজি অটোগ্যাস একটি পরিবেশবান্ধব, সহজলভ্য ও তুলনামূলক সাশ্রয়ী জ্বালানি, যা সিএনজি, পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেলের বিকল্প হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সরকারের উৎসাহে সারাদেশের ৬৪ জেলায় প্রায় এক হাজার অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ‘এসব স্টেশনের ওপর নির্ভর করে প্রায় দেড় লাখ যানবাহন এলপিজিতে রূপান্তর করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তীব্র এলপিজি সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে স্টেশন মালিকদের পাশাপাশি এলপিজিচালিত যানবাহনের মালিক ও চালকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস না পেয়ে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এতে যাত্রীসেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং যাত্রীরা নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন।’

সংগঠনের সভাপতি জানান, ‘দেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে যানবাহন খাতে ব্যবহৃত হয় মাত্র ১৫ হাজার মেট্রিক টন, যা মোট ব্যবহারের প্রায় ১০ শতাংশ। অথচ এই তুলনামূলক সামান্য পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় পুরো এলপিজি অটোগ্যাস শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে।’

সংকট সমাধানে অ্যাসোসিয়েশনের তিন দফা দাবি উপস্থাপন করে তিনি বলেন, ‘গ্যাস সংকট না কাটলে অকটেনের ওপরে চাপ পড়বে এবং অকটেন ফুরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ।”’

সংকটের কারণ

কী কারণে সারাদেশে এলপি গ্যাসের সংকট হয়েছে বলে মনে করছেন? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হাসিন পারভেজ বলেন, ‘সবকিছু আমাদের জানা আছে, এখানে আমাদের টিকে থাকার প্রশ্ন। নভেম্বরের (গত) মাঝামাঝি থেকে সংকটটা শুরু হয়েছে, আজকে ডিসেম্বর পুরাপুরি গেছে, জানুয়ারি (চলতি) মাঝামাঝি চলে আসছে, কিন্তু খুবই দুঃখজনক। এটার কোনো জবাব কিন্তু আমরা পাই নাই, কারণ এলপিজি বা জ্বালানিটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, কারণ চাল, ডাল ও লবণ ঘরে থাকলে আর কোনো জ্বালানি না থাকলে তো আপনি রান্না করে খেতে পারবেন না।’

সংকটের কারণ তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘ব্যাপারটা এই যে সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছে বা যেটাই হয়েছে তা কমে গেছে, যেটা আছে আপনারা তো জানেন, এলপিজি অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন যারা এলপিজি ‘অপারেট’ করছে, যারা এলপিজি আমদানি করে, ‘বড় খেলোয়াড়’। ধরেন বসুন্ধরা, বেক্সিমকো, ওমেরা, জি গ্যাস, তারপর আই গ্যাস ১৬-১৮টা মনে হয় অনুমোদিত কোম্পানি আছে। তার মধ্যে ১২ জন আমদানি করে। ওনাদের প্রতিনিধি এবং সরকারের জ্বালানি মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট যারা, এনার্জি কমিশন (বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন), ওনাদের কিন্তু একটা যৌথ সংবাদ সম্মেলন করে, কিছু একটা করে সারাদেশের মানুষকে এটা জানানো দরকার ছিল, যে পরিস্থিতি এরকম এবং এটা এতদিন চলতে পারে। মানুষ তো তাহলে পরে নিজেই নিজের রেশনিংটা করতে পারতো, তাই না?’

হাসিন পারভেজ ‘যে আমি একটু গ্যাসটা কম ব্যবহার করি, সেটা না করে ফলে আপনি দেখেন যেটা হচ্ছে। সেটা হচ্ছে যে, দোষ আরোপ করার একটা রাজনীতির মতো একটা ব্যাপার। বলে দিচ্ছে যে, ছোট ছোট খুচরা বিক্রেতাদের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জরিমানা করে দিচ্ছেন।’

তিনি বলেন, ‘সরকারের উচিত ছিল এবং এখনও সময় আছে, যদি সরকার ধারণা করে যে এটা আরও কিছুদিন চলবে তাহলে পরে সবাইকে জানানো। সরকারের বলা উচিত যে এটা আমাদের কিছুদিন রেশনিং করে ব্যবহার করতে হবে। যদি আমাদের ‘সাপ্লাই চেইন ইন্টারাপশন’ হয়, কেন হইছে সেটা যদি না-ও বলতে পারে, সেটা যদি নাম ব্যবহার করতে না পারে বলুক, এটা যে চলবে আরও কিছু দিন এটা জানলে তো মানুষ বিকল্প চিন্তা করবে। কেউ ইলেকট্রিক চুলা কিনবে, কেউ ইন্ডাকশন কুকার কিনবে।’

ক্লিয়ারেন্স দেয়া হয় না

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিরাজুল মাওলা বলেন, ‘অনেকের কাছ থেকে যেটা বুঝতে পারছি যে সরবরাহ ব্যবস্থায় কোথায়ও সমস্যা হয়েছে। এখানে সমস্যা হলো- অনেকের গ্যাস পাম্পের সরবরাহের চুক্তি একেকজনের একেক কোম্পানির সঙ্গে। যখন ওই কোম্পানির গ্যাস না থাকে তখন স্বাভাবিকভাবে অন্য কোম্পানি তাকে গ্যাস দিতে চায় না। এইটা আমাদের দেশে একটা সংস্কৃতি আছে। দেখা যাচ্ছে যে সাধারণত আমি যদি গ্যাস দিতে না পারি একটা আমার ডিলারকে নিয়ম হলো তাকে একটা ‘ক্লিয়ারেন্স’ দিয়ে দেয়া, ঠিক আছে? আমার কাছে গ্যাস নাই। তুমি অন্যর কাছ থেকে গ্যাস নিয়ে না-ও। আমি তোমাকে একটা লিখিত ‘ক্লিয়ারেন্স’ দিলাম। সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে ‘ক্লিয়ারেন্স’ চাইলে তা দেয়া হয় না। এই ‘ক্লিয়ারেন্স’ না পাইলে অন্যরা গ্যাস দিচ্ছে না। এটা একটা জটিলতা আছে। এটা খুবই নমনীয় হওয়া দরকার।’

গাড়ির জ্বালানি অকটেন থেকে গ্যাসে রূপান্তরের বিষয়টি তুলে ধরে সিরাজুল মাওলা বলেন, ‘গ্যাস সংকটের সমাধান হওয়া খুব জরুরি। না হলে সরকারের ওপরে বাড়তি জ্বালানির চাপ পড়ে যাবে।’ এ চাপ সরকার নিতে পারবে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে তিনি বলেন, অকটেন দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ।

সংগঠনের আরেক নেতা সাজ্জাদুল করিম কাবুল দাবি করেন কেউ গ্যাস মজুদ করেনি। তিনি বলেন, ‘কারও কী স্টোরে পড়ে আছে গ্যাস? গ্যাস কিন্তু কারও স্টোরে পড়ে নাই। সবাই বিক্রি করতেছে।’

অ্যাসোসিয়েশনের দাবি

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপন করা এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের দাবিগুলো হলো- এলপিজি সরবরাহ কোম্পানি অপারেটর এবং এলপিজি অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এলওএবি) কে ‘যেভাবেই হোক’ এলপিজি অটোগ্যাসের চাহিদা অনুযায়ী এলপি গ্যাস সরবরাহ করা।

নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) ও অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষ যেন এলপি গ্যাস আমদানিসংক্রান্ত কোন জটিলতা থাকলে তা সমাধান করে এবং অপারেটরের মাধ্যমে অটোগ্যাসের চাহিদা অনুযায়ী সরবাহ নিশ্চিত করে।

ভবিষ্যতে যাতে এলপি গ্যাসের সরবরাহ ব্যাঘাত না হয় সে ব্যপারে যাবতীয় পদক্ষেপ নেয়। প্রয়োজনে সরকার যেন বিকল্প হিসেবে এলপি গ্যাস আমদানির ব্যবস্থা করে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি সাঈদা আক্তার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. ইকবাল হোসাইন, যুগ্ম অর্থ সম্পাদক মো. মোকবুল হোসেন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হুমায়ন কবির ভূঁইয়া, মো. মশিউর রহমানসহ অন্য নেতারা।

https://www.gonokantho.com/details.php?id=105292

সবার কথা বলে ১৯৭২ সাল থেকে...
গণকণ্ঠ
THE DAILY GONOKANTHO

এলপিজি সংকটে বিপর্যস্ত দেশের পরিবহন খাত

গনকণ্ঠ ডেস্ক

Published : Sunday, 11 January, 2026

এলপিজি সংকটে বিপর্যস্ত দেশের পরিবহন খাত

দেশজুড়ে এলপিজি অটোগ্যাসের তীব্র সংকটে পরিবহন খাত মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। সংকটের কারণে দেশের অধিকাংশ অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে, যার ফলে এলপিজিচালিত যানবাহনের মালিক ও চালকদের পাশাপাশি স্টেশন মালিকরাও চরম দুর্ভোগে পড়েছেন।

গতকাল সকালে ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্সন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের সভাপতি সিরাজুল মাওলা বলেন, “এলপিজি অটোগ্যাস পরিবেশবান্ধব, সহজলভ্য ও জ্বালানি সাশ্রয়ী, যা সিএনজি, পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেলের বিকল্প হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে যানবাহনে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।”

তিনি জানান, সরকারের উৎসাহে দেশের ৬৪ জেলায় প্রায় এক হাজার এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে এবং এর ওপর নির্ভর করে প্রায় দেড় লাখ যানবাহন এলপিজিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে বর্তমানে তীব্র সংকটের কারণে প্রায় সব স্টেশন বন্ধ থাকায় যানবাহন চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সিরাজুল মাওলা আরও বলেন,
“ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস না পাওয়ায় যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। যাত্রীসেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং সাধারণ যাত্রীরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন।” তিনি জানান, দেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় এক লাখ ৪০ হাজার টন এলপিজি ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে পরিবহন খাতে ব্যবহৃত হয় মাত্র ১৫ হাজার টন। এই অল্প পরিমাণ এলপিজির সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় পুরো অটোগ্যাস শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে পড়েছে। সংবাদ সম্মেলনে সরকারের কাছে তিনটি প্রধান দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলো হলো—চাহিদা অনুযায়ী অটোগ্যাসে এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিত করা, আমদানিসংক্রান্ত জটিলতা দ্রুত সমাধান করা এবং ভবিষ্যতে সংকট এড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ বিকল্প উৎস থেকে এলপিজি আমদানির ব্যবস্থা করা।
সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সহসভাপতি সাঈদা আক্তার, সাধারণ সম্পাদক হাসিন পারভেজ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার ইকবাল হোসাইনসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

https://www.newsbangla24.com/amp/national/264611/The-transport-sector-is-in-dire-straits-due-to-LP-gas-crisis

NB News Bangla24.com

এলপি গ্যাস সংকটে পরিবহন খাত ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে

- **নিজস্ব প্রতিবেদক**
- **১০ জানুয়ারি, ২০২৬ ২৩:৫০**

দেশে চলমান এলপি গ্যাস সংকটে পরিবহন খাত ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মো. সিরাজুল মাওলা। আশঙ্কা প্রকাশ করে খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, এলপি গ্যাস সংকট দীর্ঘায়িত হলে যাত্রীসেবা, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে ‘এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে’ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তারা।

সিরাজুল মাওলা বলেন, ‘এলপিজি অটোগ্যাস একটি পরিবেশবান্ধব, সহজলভ্য ও তুলনামূলক সাশ্রয়ী জ্বালানি, যা সিএনজি, পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেলের বিকল্প হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিগত সরকারের উৎসাহে সারাদেশের ৬৪ জেলায় প্রায় এক হাজার অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্টেশনের ওপর নির্ভর করে প্রায় দেড় লাখ যানবাহন এলপিজিতে রূপান্তর করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তীব্র এলপিজি সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে স্টেশন মালিকদের পাশাপাশি এলপিজিচালিত যানবাহনের মালিক ও চালকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস না পেয়ে

যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এতে যাত্রীসেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং যাত্রীরা নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন।’

সিরাজুল মাওলা আরও জানান, দেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে যানবাহন খাতে ব্যবহৃত হয় মাত্র ১৫ হাজার মেট্রিক টন, যা মোট ব্যবহারের প্রায় ১০ শতাংশ। অথচ এই তুলনামূলক সামান্য পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় পুরো এলপিজি অটোগ্যাসশিল্প আজ ধ্বংসের মুখে।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে তিন দফা দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে- এলপিজি সরবরাহকারী কোম্পানি ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সংগঠন যেন যেকোনোভাবে অটোগ্যাস খাতের চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে। এলপিজি আমদানিতে কোনো জটিলতা থাকলে বিইআরসি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ যেন তা দ্রুত সমাধান করে অপারেটরদের মাধ্যমে অটোগ্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এলপিজি সরবরাহে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, সে জন্য আগাম ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন- সংগঠনের সহসভাপতি সাঈদা আক্তার, সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. ইকবাল হোসাইন, যুগ্ম অর্থ সম্পাদক মো. মোকবুল হোসেন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হুমায়ন কবির ভূঁইয়া, মো. মশিউর রহমান প্রমুখ।

https://www.dhakatimes24.com/2026/01/10/399817

ঢাকা টাইমস
www.dhakatimes24.com
কঠিনের সহজ প্রকাশ

এলপিজি সংকটে বন্ধের পথে অটোগ্যাস স্টেশন, ভোগান্তিতে দেড় লাখ যানবাহন

অনলাইন ডেস্ক, ঢাকা টাইমস

প্রকাশিত : ১০ জানুয়ারি ২০২৬, ১৪:৪২

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) চলমান সংকটে চরম বিপাকে পড়েছে সারা দেশের অটোগ্যাস স্টেশনগুলো। নিয়মিত এলপিজি সরবরাহ না পাওয়ায় অনেক স্টেশন ব্যবসা বন্ধের মুখে রয়েছে বলে জানিয়েছে স্টেশন মালিকদের সংগঠন। এর ফলে দেড় লাখের বেশি এলপিজিচালিত যানবাহনের মালিক ও চালকেরা মারাত্মক ভোগান্তিতে পড়েছেন।

শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানায় বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভারশন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। 'এলপিজি–সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে

সংগঠনের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সভাপতি মো. সিরাজুল মাওলা। এ সময় সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, দেশে প্রায় এক হাজার অটোগ্যাস স্টেশন থেকে গাড়িতে এলপিজি সরবরাহ করা হয়। মাসে এসব স্টেশনের চাহিদা প্রায় ১৫ হাজার টন হলেও নিয়মিত সরবরাহ মিলছে না। এতে দেশের প্রায় সব এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে।

সংগঠনটি জানায়, দেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার টন এলপিজি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশ এলপিজি যানবাহন খাতে অটোগ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অথচ এই সামান্য পরিমাণ এলপিজিও নিয়মিত সরবরাহ করা হচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে প্রতিমাসেই বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) কাছে অনুরোধ জানানো হলেও সংকটের সমাধান হচ্ছে না।

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, জ্বালানি না পেয়ে গাড়ির মালিক ও চালকেরা এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। এতে পরিবহনব্যবস্থা, ভোক্তাস্বার্থ ও জ্বালানি নিরাপত্তা মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

সংগঠনের নেতারা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, এলপিজি অটোগ্যাস সরবরাহ দ্রুত নিশ্চিত করা না গেলে পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী ও বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গড়ে ওঠা এই শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। পাশাপাশি দীর্ঘদিন স্টেশন বন্ধ থাকায় মালিকেরা চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। কর্মচারীদের বেতন, ব্যাংকঋণের কিস্তি ও দৈনন্দিন পরিচালন ব্যয় বহন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে।

সংকট নিরসনে সরকারে কাছে ছয় দফা দাবি তুলে ধরেন তারা। এর মধ্যে অবিলম্বে এলপিজি আমদানি স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

https://gramnagarbarta.com/news/%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BF-53996

হাতের মুঠোয় বিশ্ব
গ্রামনগর বার্তা
gramnagarbarta.com

এলপিজি অটোগ্যাসের সংকটে প্রায় সব ফিলিং স্টেশন বন্ধ: মালিক সমিতি

অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশ: ১০ জানুয়ারি ২০২৬, ১৫:৫১ |

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) চলমান সংকটে ভুগছে গাড়িতে এলপিজি সরবরাহকারী গ্যাসস্টেশনগুলো। তারা বলছে, এক হাজার অটোগ্যাস স্টেশন থেকে গাড়িতে এলপিজি সরবরাহ করা হয়। মাসে তাদের চাহিদা ১৫ হাজার টন। নিয়মিত এলপিজি পাচ্ছে না তারা। এতে অনেক স্টেশনের ব্যবসা বন্ধ হওয়ার পথে।

আজ শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানায় বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভারশন ওয়ার্কশপ ওনার্স

অ্যাসোসিয়েশন। ‘এলপিজি–সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে’ শিরোনামে লিখিত বক্তব্য পাঠ করা হয় এতে।

সংগঠনের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সভাপতি মো. সিরাজুল মাওলা। এ সময় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, দেশের চলমান এলপিজি–সংকট এখন আর শুধু একটি ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক সমস্যা নয়। এটি সরাসরি সারা দেশের পরিবহনব্যবস্থা, ভোক্তাস্বার্থ, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বর্তমানে এলপিজি অটোগ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে দেড় লাখের বেশি এলপিজিচালিত যানবাহনের ওপর। গাড়ির মালিক ও চালকেরা জ্বালানি না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস পাচ্ছেন না।

সংগঠনটি বলছে, প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার টন এলপিজি ব্যবহৃত হয় দেশে। এর মধ্যে যানবাহন খাতে মাত্র ১০ শতাংশ এলপিজি অটোগ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি সরবরাহ করা হচ্ছে না। প্রতি মাসে এ সরবরাহ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) কাছে অনুরোধ করে তারা। এ সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী এবং বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গড়ে ওঠা এলপিজি অটোগ্যাসশিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তাঁরা।

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন মালিকেরা চরম ব্যবসায়িক ক্ষতির মুখে রয়েছেন। দীর্ঘদিন স্টেশন বন্ধ থাকায় কর্মচারীদের বেতন, ব্যাংকঋণের কিস্তি এবং দৈনন্দিন পরিচালন ব্যয় বহন করা তাঁদের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। সংকট সমাধানে তাঁরা সরকারের কাছে ছয়টি দাবি তুলে ধরেন। এর মধ্যে আছে অবিলম্বে এলপিজি আমদানি স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ।

https://www.bonikbarta.com/bangladesh/1XIiwW2uiKOwPrP8

বণিক বার্তা

এলপিজি সংকটে বিপর্যস্ত পরিবহন খাত

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রকাশ: শনিবার ১০ জানুয়ারি ২০২৬, ১৪:২০

শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকালে এলপিজি সংকট নিরসনে ৩ দফা দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। ছবি: এলপি অটোগ্যাস স্টেশন মালিক সমিতি

সরকারের উৎসাহে দেশের সব জেলায় প্রায় ১ হাজার অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্টেশনের ওপর নির্ভর করে প্রায় দেড় লাখ যানবাহন এলপিজিতে রূপান্তর করা হয়। কিন্তু বর্তমানে তীব্র সংকটের কারণে প্রায় সব স্টেশন বন্ধ রয়েছে।

দেশে চলমান এলপিজি অটোগ্যাস সংকটের কারণে পরিবহন খাত গুরুতর বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। সরবরাহ না থাকায় দেশের অধিকাংশ অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এতে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে এবং যাত্রীসেবায় বড় ধরনের ভোগান্তি তৈরি হয়েছে।

আজ শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। সংবাদ সম্মেলনটির আয়োজন করে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন ও কনভার্শন ওয়ার্কশপ মালিকদের সংগঠন। সংগঠনের সভাপতি মো. সিরাজুল মাওলা পরিবহন খাতে চলমান সংকটের চিত্র তুলে ধরেন।

সংগঠনটির সভাপতি জানান, এলপিজি অটোগ্যাস পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী জ্বালানি হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে সিএনজি, পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সরকারের উৎসাহে দেশের সব জেলায় প্রায় ১ হাজার অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্টেশনের ওপর নির্ভর করে প্রায় দেড় লাখ যানবাহন এলপিজিতে রূপান্তর করা হয়। কিন্তু বর্তমানে তীব্র সংকটের কারণে প্রায় সব স্টেশন বন্ধ রয়েছে।

এ অবস্থায় স্টেশন মালিকদের পাশাপাশি এলপিজিচালিত যানবাহনের মালিক ও চালকেরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্যাসের জন্য অপেক্ষা করেও জ্বালানি না পাওয়ায় যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। যাত্রীসেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ প্রতিদিনই হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, দেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি ব্যবহার হয়। এর মধ্যে পরিবহন খাতে ব্যবহৃত হয় প্রায় ১৫ হাজার মেট্রিক টন, যা মোট ব্যবহারের প্রায় ১০ শতাংশ। এ সীমিত চাহিদার সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় পুরো অটোগ্যাস খাত ধ্বংসের মুখে পড়েছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে তিনটি প্রধান দাবি জানানো হয়। এর মধ্যে রয়েছে চাহিদা অনুযায়ী অটোগ্যাসে এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিত করা, আমদানিসংক্রান্ত জটিলতা দ্রুত সমাধান করা এবং ভবিষ্যতে সংকট এড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া ও বিকল্প উৎস থেকে এলপিজি আমদানির ব্যবস্থা করা।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ও অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তারা জানান, জ্বালানি নিরাপত্তা, পরিবহন ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা, ভোক্তা স্বার্থ ও পরিবেশ সুরক্ষায় অবিলম্বে কার্যকর উদ্যোগ না নিলে এর প্রভাব সামগ্রিক অর্থনীতি ও জনজীবনে আরো গভীর সংকট তৈরি করবে।

https://banglaaffairs.com/%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87/

এলপিজি সংকটে ভোগান্তিতে যানবাহন খাত

নিজস্ব প্রতিবেদক

- **সর্বশেষ আপডেট ০৪:২৬:৩১ অপরাহ্ন, শনিবার, ১০ জানুয়ারী ২০২৬**

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) সংকটে সারা দেশের অটোগ্যাস স্টেশনগুলো চরম দুরবস্থায় পড়েছে। নিয়মিত গ্যাস সরবরাহ না পাওয়ায় অনেক স্টেশন কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্টেশনমালিকদের সংগঠন।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানায় বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভারশন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

‘এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে’ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সভাপতি মো. সিরাজুল মাওলা। এ সময় সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বর্তমানে দেশে প্রায় এক হাজার অটোগ্যাস স্টেশন রয়েছে, যেগুলোর মাসিক গ্যাস চাহিদা প্রায় ১৫ হাজার টন। তবে নিয়মিত সরবরাহ না থাকায় অধিকাংশ স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে দেড় লাখের বেশি এলপিজিচালিত যানবাহন সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সংগঠনটি জানায়, জ্বালানি সংকটে গাড়ির মালিক ও চালকেরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে ঘুরেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে, তবু মিলছে না গ্যাস। এতে পরিবহনব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

আরও বলা হয়, দেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার টন এলপিজি ব্যবহার হয়, যার মাত্র ১০ শতাংশ ব্যবহৃত হয় অটোগ্যাস হিসেবে। এই সামান্য পরিমাণ এলপিজিও নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে না। ফলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) কাছে প্রয়োজনীয় এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে।

সংকট দীর্ঘস্থায়ী হলে পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গড়ে ওঠা এলপিজি অটোগ্যাস খাত ধ্বংস হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন সংগঠনের নেতারা। তারা বলেন, দীর্ঘদিন স্টেশন বন্ধ থাকায় কর্মচারীদের বেতন, ব্যাংকঋণের কিস্তি এবং পরিচালন ব্যয় বহন করা মালিকদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে সংকট নিরসনে সরকারের কাছে ছয় দফা দাবি তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে অবিলম্বে এলপিজি আমদানি স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

https://www.dhakatribune.com/amp/bangladesh/dhaka/400697/lpg-shortage-forces-near-shutdown-of-autogas

Dhaka Tribune

LPG shortage forces near shutdown of autogas stations

Tribune Report

Publish : 10 Jan 2026, 13:05

Due to a severe shortage of LPG autogas, almost all LPG autogas stations across the country have been forced to shut down. The crisis has had a direct impact on LPG-powered vehicles, with owners and drivers facing extreme hardship as they are unable to obtain fuel. The Bangladesh LPG Autogas Station and Conversion Workshop Owners Association has demanded that at least 10% of total LPG usage—equivalent to 15,000 tonnes—be allocated to autogas stations. The demand was submitted to the Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC).

The demand was announced at a press conference held on Saturday (10 January) at the Dhaka Reporters Unity. Speakers at the event said vehicle owners and drivers are suffering severely due to the fuel shortage. Many are spending hours travelling from one station to another without success, resulting in serious disruption to vehicle operations and passenger services.

The association stated that Bangladesh currently uses an average of around 140,000 metric tonnes of LPG per month. Of this, only 15,000 metric tonnes—approximately 10% of total consumption—is used as LPG autogas in the transport sector. However, the failure to ensure supply of even this limited quantity to autogas stations has pushed the entire autogas sector to the brink of collapse.

The association urged BERC to consider ensuring an uninterrupted monthly supply of at least 10% of total LPG consumption, or 15,000 metric tonnes, to autogas stations. Without this minimum supply, the LPG autogas industry—developed as an environmentally friendly, cost-effective alternative fuel—faces total destruction.

The association warned that the collapse of the sector would cause severe hardship for the owners of nearly 1.5 lakh LPG-powered vehicles. Many would be forced to remove LPG kits and revert to other fuels, which would be detrimental to the country's fuel balance and the environment. At the same time, thousands of autogas station owners and employees would suffer direct financial losses, and many would lose their jobs.

The association's demands to the government include immediate measures to normalise and ensure adequate LPG imports; strict administrative action against those who create artificial shortages by halting or limiting LPG supply; ensuring coordination and full transparency between LPG cylinder distribution and autogas station supply systems; swift approval of applications from companies willing to increase LPG imports; regular monitoring and exemplary punishment for dishonest traders involved in selling LPG at prices above the government-fixed rates; and special assistance and policy protection for autogas station owners to offset financial losses during the ongoing crisis.

https://en.bd-pratidin.com/national/2026/01/10/54545

বাংলাদেশ প্রতিদিন ENGLISH VERSION

Publish: 12:20, 10 Jan, 2026

Almost all filling stations shut amid severe LPG auto-gas crisis

Online Desk

Photo - Collected

Almost all LPG auto-gas filling stations across Bangladesh are effectively closed due to a severe shortage of supply, causing immense difficulties for the sector.

Engineer Serajul Mawla, President of the Bangladesh LPG Autogas Station and Conversion Workshop Owners Association, said at a press conference at Dhaka Reporters Unity Auditorium on Saturday that the country's LPG demand is 140,000 tons, of which about 15,000 tons is used as autogas. "We urge the Bangladesh Energy Regulatory Commission to ensure uninterrupted supply. Without it, the autogas sector could collapse," he warned.

There are around 1,000 LPG autogas stations nationwide. Prolonged closures have made it impossible to pay employee salaries, bank loans, and operating costs, pushing many entrepreneurs toward bankruptcy.

The press conference demanded immediate normalization of LPG imports, legal action against those creating artificial shortages, supply according to demand, and measures to prevent future crises.

For weeks, the LP gas market has seen unprecedented turmoil. Despite a fixed price of Tk 1,306 for a 12 kg cylinder, LPG is reportedly sold at Tk 1,900–2,500 in many places.

The Ministry of Power, Energy and Mineral Resources stated that LPG imports rose from 105,000 metric tons in November 2025 to 127,000 metric tons in December 2025. “Despite this increase, there is no justifiable reason for the market supply shortage,” the ministry said, adding that adequate stock exists and authorities have been directed to take legal action against those creating artificial crises.

Bd-pratidin English/ Jisan

https://en.prothomalo.com/bangladesh/8h9mt22v8p

প্রথম আলো ENGLISH

Bangladesh

Gas crisis everywhere, from kitchen stoves to stations

- Gas cylinders priced at Tk 1,306, almost sold at nearly double the price.
- Many gas stations are on the verge of closure due to reduced LPG supply.
- Gas supply in Dhaka has been disrupted following a pipeline accident at Titas.

Staff Correspondent

Dhaka

Published: 11 Jan 2026, 10: 49

Gas pressure is often low, so alternative stoves are used.*Dipu Malakar*

For more than two weeks, the market has been facing a shortage of liquefied petroleum gas (LPG). Prices have risen to nearly double, yet LPG cylinders remain unavailable.

Following two separate accidents, the supply of natural gas in Dhaka has been disrupted for a week. People are struggling to light their cooking stoves.

As supply falls short of demand, the crisis has now affected everything from household stoves to CNG stations.

Amid the ongoing LPG crisis, the Bangladesh LPG auto gas station and conversion workshop owners association held a press conference yesterday, Saturday, at the Dhaka Reporters Unity auditorium.

At the press conference, it was stated that the average monthly demand for LPG is around 140,000 tonnes, of which 15,000 tonnes are required for the transport sector.

Since last month, the supply has been significantly lower than demand, placing many gas stations on the brink of closure.

In a written statement titled “Negative impact of the LPG crisis on the transport sector”, the association said that the ongoing LPG shortage is having a severe adverse impact on the country’s transport system, consumer interests, energy security and the daily lives of ordinary people.

Due to the crisis, almost all LPG auto gas stations across the country have effectively shut down. This has directly affected more than 150,000 LPG-run vehicles.

Gas pressure is often low, so alternative stoves are used.

Vehicle owners and drivers are facing extreme hardship due to the lack of fuel. In many cases, they are roaming from one station to another for hours without being able to obtain gas.

The written statement was read out by the organisation's president, Md Serajul Mawla, in the presence of the general secretary, Md Hasin Parvez.

The organisation stated that only 10 per cent of LPG is used as auto gas in the transport sector, yet even this limited requirement is not being fully supplied.

They have been requesting the Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) to ensure monthly supply. Under the current circumstances, owners of LPG auto gas stations are facing severe business losses.

With stations remaining closed for extended periods, it has become nearly impossible for them to pay staff salaries, bank loan instalments and routine operational expenses.

Bangladesh LPG auto gas station and conversion workshop owners association held a press conference at the Dhaka Reporters Unity auditoriumProthom Alo

Bangladesh LPG auto gas station and conversion workshop owners association held a press conference at the Dhaka Reporters Unity auditorium | *Prothom Alo*

They urged the authorities to take urgent measures to normalise and ensure adequate LPG imports in order to resolve the crisis.

Around 80 per cent of LPG is used for cooking purposes, with the 12 kilogram cylinder being the most commonly sold. Its fixed price is Tk 1,306.

Currently, it is being sold in the market for as much as Tk 2,500. Even at this price, consumers are unable to obtain cylinders.

Around 80 per cent of LPG is used for cooking purposes, with the 12 kilogram cylinder being the most commonly sold. Its fixed price is Tk 1,306. Currently, it is being sold in the market for as much as Tk 2,500

The government has already accepted traders demands to increase imports and businesses have taken steps in this regard.

However, traders have indicated that it may take another two weeks for supply to return to normal.

Kamrunnessa Ruhi, a resident of Mohammadpur, told Prothom Alo that gas pressure is often very low, forcing her to use an LPG stove as an alternative.

Now, there is no gas in the pipeline and LPG cylinders are also unavailable. She had to bring food from a hotel one day and yesterday, Saturday she was compelled to purchase an electric stove.

On 10 January, a valve burst in a pipeline in front of Ganabhaban on Mirpur Road, further aggravating suffering of Dhanmondi, Mohammadpur, Shyamoli peopleProthom Alo

On 4 January, a pipeline leak in Aminbazar resulted in Dhaka residents receiving gas at low pressure for a week. In the meantime, yesterday, Saturday a valve burst in a pipeline in front of Ganabhaban on Mirpur Road, further aggravating public suffering.

Several nearby valves were shut down for repair work. Valves regulate gas flow through pipelines and allow it to be increased or reduced as necessary. They are installed at specific points along distribution lines.

Gas pressure is often very low, forcing her to use an LPG stove as an alternative. Now, there is no gas in the pipeline and LPG cylinders are also unavailable. She had to bring food from a hotel one day and yesterday, Saturday she was compelled to purchase an electric stove.

Kamrunnessa Ruhi, a resident of Mohammadpur

By Saturday afternoon, the damaged valve had been replaced with a new one, after which Titas gas transmission and distribution PLC resumed gas supply to the affected area.

In a press release, Titas stated that gas pressure would gradually increase. Throughout the day, residents of Dhanmondi, Mohammadpur, Shyamoli, New Market, Hazaribagh, Gabtoli and surrounding areas suffered severe inconvenience due to critically low gas pressure.

According to Titas sources, gas pressure decreases during winter due to lower temperatures and supply has also been disrupted by recent accidents.

Although the pipeline leak in Aminbazar has been repaired, water that entered the pipeline has not yet been fully removed. While increasing gas flow to expel the water, a valve burst.

It may take several more days to fully remove the water. Additionally, although residential gas supply is being provided as per demand, the rise in illegal connections has deprived legitimate customers of adequate supply.

Residents of Dhanmondi, Mohammadpur, Shyamoli, New Market, Hazaribagh, Gabtoli and surrounding areas suffered severe inconvenience due to critically low gas pressure

As priority is given to the industrial sector, gas supply to CNG stations serving the transport sector has been reduced. The transport sector consumes only 5 per cent of total gas usage.

Farhan Noor, secretary general of the Bangladesh CNG filling station and conversion workshop owners association, told Prothom Alo yesterday, Saturday that CNG stations have not been receiving gas according to demand for a long time and supply has decreased further in recent days.

Due to low pressure, refuelling a vehicle now takes half an hour instead of five minutes, increasing operational costs for stations.

https://thetimesofdhaka.com/economy/11715/

The Times Of Dhaka
"WE BELIEVES IN THE SOVEREIGNTY OF OUR COUNTRY."

LPG Shortage Forces Autogas Stations to Shut, Say Owners' Association

Staff Correspondent :

- Update Time : 08:40:08 am, Saturday, 10 January 2026

প্রিন্ট নিউজ

LPG Shortage Forces Autogas Stations to Halt Operations, Owners Warn

Autogas stations supplying LPG (liquefied petroleum gas) for vehicles are struggling amid the ongoing LPG shortage. According to the owners, around 1,000 autogas stations provide LPG to

vehicles nationwide, with a monthly demand of approximately 15,000 tons. However, irregular supply is threatening the operations of many stations.

The Bangladesh LPG Autogas Station & Conversion Workshop Owners Association highlighted the crisis at a press conference on Saturday at the Dhaka Reporters' Unity auditorium. The written statement, titled *"Negative Impact of LPG Shortage on the Transport Sector"*, was read aloud by the association's president, Md. Sirajul Mawla, while General Secretary Md. Hasin Parvez was also present.

The statement noted that the ongoing LPG shortage has gone beyond a commercial problem. It is now directly affecting the country's transport system, consumer interests, fuel security, and the daily lives of ordinary citizens. Due to the severe shortage, nearly all LPG autogas stations across the country have effectively ceased operations, impacting over 150,000 LPG-powered vehicles. Vehicle owners and drivers are facing significant hardship, often spending hours moving from station to station without receiving fuel.

According to the association, Bangladesh consumes around 140,000 tons of LPG per month, but only 10% of that is used for vehicles as autogas. This supply is currently insufficient. The association has repeatedly requested the Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) to ensure consistent monthly delivery. They warned that if this supply is not stabilized, the environmentally friendly, cost-effective LPG autogas industry could collapse.

The statement further highlighted the severe financial strain on station owners, who are unable to cover employee salaries, bank loan installments, and daily operating costs due to prolonged closures. To address the crisis, the association has presented six demands to the government, including urgent measures to normalize and ensure adequate LPG imports.

https://www.tbsnews.net/bangladesh/autogas-station-owners-say-transport-sector-hit-hard-lpg-crisis-demand-urgent-govt-action

THE BUSINESS STANDARD

TBS Report

10 January, 2026, 01:10 pm
Last modified: 10 January, 2026, 02:54 pm

Autogas station owners say transport sector hit hard by LPG crisis, demand urgent govt action

Due to the severe shortage of LPG, almost all autogas stations across the country have effectively shut down, says the Bangladesh LPG Autogas Station and Conversion Workshop Owners Association.

Representational image. Photo: Collected

Leaders of the Bangladesh LPG Autogas Station and Conversion Workshop Owners Association have called for urgent and effective government intervention to resolve the ongoing LPG crisis, warning that the situation has severely disrupted the country's transport sector.

Mohammad Serajul Mawla, association president, at a press conference held today (10 January) at the Dhaka Reporters Unity, said autogas or liquefied petroleum gas (LPG) is an environment-friendly, easily available and cost-effective fuel that has long been used as an efficient alternative to CNG, petrol, octane and diesel.

He added that with government encouragement, around 1,000 autogas stations have been established across all 64 districts of the country, while nearly 150,000 vehicles have been converted to run on LPG.

However, due to the severe shortage of LPG, almost all autogas stations across the country have effectively shut down, Serajul said.

As a result, station owners, as well as owners and drivers of LPG-run vehicles, are facing extreme hardship, he added.

"Vehicles are unable to get gas even after waiting for hours, disrupting traffic movement and severely affecting passenger services. Passengers are being harassed on a daily basis."

He further said that Bangladesh consumes an average of around 140,000 metric tonnes of LPG per month, of which only about 15,000 metric tonnes, roughly 10% is used in the transport sector.

"Yet the failure to ensure supply of this relatively small amount has pushed the entire LPG autogas industry to the brink of collapse," he said.

Calling on the government to take immediate action, Serajul said ensuring energy security, stability in the transport system, consumer interests and environmental protection requires visible and effective steps without delay.

"If the LPG crisis is not resolved quickly, its impact will deepen further, affecting the overall economy and public life," he added.

At the press conference, the association placed three key demands: urging LPG supplier companies, operators and LPG Operators Association of Bangladesh (LOAB) to ensure adequate supply of LPG autogas in line with demand; calling on the Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) and other relevant authorities to quickly resolve complications related to LPG imports and ensure sufficient supply to the autogas sector through operators; and taking all necessary measures to prevent future supply disruptions, including importing LPG from alternative sources if needed under government initiative.

https://www.deshkalnews.com/news/15409

Deshkal News

LPG shortage halts transport, autogas stations almost shut

The concerns were raised on 10 January during a press conference held at the Shafiqul Kabir Auditorium of the Dhaka Reporters Unity.

Senior Corrpesondent, Deshkal News

Published: 12:33, 10 January 2026

The association issued three key demands to address the crisis. Photo: Deshkal News

Bangladesh's transport sector is facing serious disruption amid an ongoing LPG shortage, with industry stakeholders warning that a prolonged scarcity could have severe consequences for passenger services, energy security and the wider economy.

The concerns were raised on 10 January during a press conference held at the Shafiqul Kabir Auditorium of the Dhaka Reporters Unity.

Organised by the Bangladesh LPG Autogas Station and Conversion Workshop Owners' Association, the event was titled "Negative Impact of the LPG Crisis on the Transport Sector."

Speaking at the conference, Association President Engineer Md Sirajul Mowla described LPG autogas as an environmentally friendly, readily available, and relatively affordable fuel long used as an alternative to CNG, petrol, octane and diesel.

He highlighted that, under government encouragement, nearly 1,000 autogas stations have been established across all 64 districts, supporting the conversion of almost 150,000 vehicles to LPG.

However, he warned that the acute LPG shortage has forced almost all autogas stations nationwide to close temporarily. Station owners, as well as vehicle owners and drivers reliant on LPG, are now facing severe hardship. Vehicles are left stranded after hours of waiting for fuel, causing major disruption to passenger transport services and widespread inconvenience for commuters.

The press conference was attended by key figures from the association, including Vice President Saeeda Akhter, General Secretary Md Hasin Parvez, Joint General Secretary Engineer Md Iqbal Hossain, Joint Finance Secretary Md Mokbul Hossain, Joint Organising Secretary Md Humayun Kabir Bhuiyan, Md Mashiur Rahman and other senior leaders. Engineer Sirajul Mowla noted that Bangladesh consumes an average of approximately 140,000 metric tonnes of LPG per month, of which just 15,000 metric tonnes – around 10 percent – is used in the transport sector.

Despite this relatively small share, the failure to ensure adequate supply has pushed the entire LPG autogas industry to the brink of collapse.

The association issued three key demands to address the crisis - first, ensuring LPG supply for the autogas sector in line with demand through coordinated action by suppliers and relevant business bodies; second, urging the Bangladesh Energy Regulatory Commission and other government authorities to resolve import-related complications promptly and ensure sufficient supply through operators; and third, taking proactive measures to prevent future disruptions, including sourcing LPG imports from alternative suppliers if necessary.

The shortage, if left unresolved, threatens to further destabilise passenger transport across the country and exacerbate wider economic pressures.

https://www.dhakastream.net/bangladesh/autogas-stations-struggle-stay-open-amid-lpg-crisis-189738

DHAKA STREAM

Autogas stations struggle to stay open amid LPG crisis

Stream Report

January 10, 2026, 17:25 | Update: January 10, 2026, 19:31

Press briefing of the association | Stream Photo

Press briefing of the association | Stream Photo

Autogas stations across Bangladesh are struggling to stay open due to a shortage in liquefied petroleum gas (LPG), putting the transport sector and economy at risk, the Bangladesh CNG Filling Station and Conversion Workshop Owners Association has warned.

The organisation outlined the ongoing crisis at a press conference today (10 January). It issued three key demands: a steady LPG supply, quick resolution of import hurdles, and measures to prevent future shortages, including sourcing from alternative suppliers.

"LPG autogas has long been used as an alternative to CNG, petrol, octane, and diesel. There are around 1,000 autogas stations nationwide, supporting roughly 150,000 converted vehicles. Due

to the severe shortage, almost all stations are now closed," said Serajul Mawla, president of the association.

He added that drivers and owners of LPG-powered vehicles are struggling, with transport disrupted as they wait hours for fuel. Passenger services are affected, and the public faces daily inconvenience.

Serajul appealed to the government, saying, "Immediate and effective action is needed to safeguard energy security, transport stability, consumer interests, and the environment. If this LPG crisis is not resolved, it could trigger a deeper economic and public life crisis."

The association noted that Bangladesh consumes about 140,000 metric tonnes of LPG monthly, with the transport sector accounting for roughly 15,000 metric tonnes, or 10% of total consumption.

Since December last year, private companies' LPG imports have dropped sharply, driving market prices well above government-fixed rates.

While the official January price for a 12kg cylinder is Tk1,306, consumers are reportedly paying Tk2,000–2,500.

Other attendees at the press conference included the organisation's Vice-Presidents T Mashfu Boby and Saida Akhter, General Secretary Hasin Parvez, Joint General Secretary Iqbal Hossain, Joint Finance Secretary Moqbul Hossain, and Joint Organising Secretaries Humayun Kabir Bhuiyan and Moshiur Rahman.